OR

365. SCRIPTURE EMBLEMS.

ILLUSTRATING SPIRITUAL THINGS

BY NATURAL THINGS.

WITH A SELECTION

OF

BENGALI PROVERBS AND SAYINGS

CORRESPONDING WITH SCRIPTURE ONES.

AND

Questions for Exercises.

2ND EDITION.

PRINTED FOR THE CALCUTTA CHRISTIAN TRACT AND BOOK SOCIETY, AND SOLD AT THEIR DEPOSITORY 8 HARE STREET

CALCUTTA]

PRINTED AT THE ALIPORE JAIL PRESS,

1857.

জানুয়ারি।

—০০০—

১। আমার দিন ডাক অপেক্ষাও দ্রুতগামী; সে সকল উড়িয়া যায়, দ্রুতগামী জাহাজ ও খাদ্যের উপরে পতনে তৎপর উৎক্রোশ পক্ষির ন্যায় গমন করে। য়ুব। ৯; ২৫, ২৬।

২। ধার্ম্মিক জলস্রোতের নিকটে রোপিত ও সময়ে ফলবান ও অম্লান পত্রবিশিষ্ট বৃক্ষের সদৃশ; তাহার তাবৎ কর্ম্ম সফল হয়; দুষ্টদের তাদৃশ গতি নয়, তাহারা বায়ুতে চালিত তুষের ন্যায়। গীত। ১; ৩, ৪।

৩। ঐ প্রতিজ্ঞার ফলস্বরূপ পবিত্র আত্মাদ্বারা ধার্ম্মিক লোক মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে; যেহেতুক তাঁহার গৌরবের প্রশংসার্থে যাবৎ তাঁহার ক্রীত লোকদের মুক্তি না হয়, তাবৎ ঐ পবিত্রআত্মা আমাদের অধিকারের বায়নাস্বরূপ আছেন। ইফি। ১; ১৩, ১৪।

৪। বিবাদের আরম্ভ সেতুভঙ্গ জলের ন্যায়; অতএব ক্রোধ জন্মাওনের পূর্ব্বে বিবাদ ত্যাগ কর। হিত। ১৭; ১৪।

৫। বৃক্ষের মূলে এখনও কুঠার লাগান আছে; যে কোন বৃক্ষে উত্তম ফল ধরে না, সে ছিন্ন হইয়া অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইবে; ঈশ্বরের হস্তে কুলা আছে, তিনি আপনার শস্য মর্দ্দন স্থান সুপরিষ্কৃত করিয়া আপনার গোম ভাণ্ডারে সংগ্রহ করিবেন, কিন্তু ভূষি সকল অনির্ব্বাণ অগ্নিতে দগ্ধ করিবেন। মথি। ৩; ১০, ১২।

৬। ঈশ্বর পাপিদিগকে লৌহ দণ্ডদ্বারা আঘাত করিবেন, ও কুম্ভকারের পাত্রের ন্যায় চূর্ণ করিবেন। গীত। ২; ৯।

৭। যে লোকেরা আনন্দধ্বনি জ্ঞাত আছে, তাহারা ধন্য; কেমনা হে পরমেশ্বর, তাহারা তোমার মুখের দীপ্তিতে গমনাগমন করে। গীত। ৮৯; ১৫, ১৬।

৮। যেমন অন্ধকার অপেক্ষা দীপ্তি উত্তম, তদ্রূপ মূর্খতা অপেক্ষা জ্ঞান ভাল; জ্ঞানবানের মস্তকে চক্ষুঃ আছে, কিন্তু অজ্ঞান অন্ধকারে ভ্রমণ করে। উপ। ২; ১৩, ১৪। প্রত্যেক উত্তম দান এবং প্রত্যেক পূর্ণ বর ঊর্দ্ধ্ব হইতে নামিয়া আইসে; অর্থাৎ যাহাতে

অবস্থান্তর কিম্বা পরিবর্ত্তনজন্য ছায়া সম্ভবে না, এমত দীপ্তির পিতা হইতে আইসে। যাক। ১: ১৭।

৯। পাপি বায়ুচালিত নির্জ্জল মেঘ, এবং হেমন্তকালের নিষ্ফল, বরং দুইবার মৃত ও উন্মূলিত বৃক্ষ, এবং নিজ লজ্জারূপ ফেণা বমনকারি প্রচণ্ড সামুদ্রিক তরঙ্গ, এবং যাহাদের নিমিত্ত নিত্যস্থায়ি ঘোরতর অন্ধকার সঞ্চিত আছে, এমন ভ্রমণকারি নক্ষত্রস্বরূপ হয়। যিহু। ১৩।

১০। ধর্ম্মবিষয়ে ক্ষুধিত ও তৃষ্ণার্ত্ত লোকেরা ধন্য, কারণ তাহারা তৃপ্ত হইবে। মথি। ৫; ৬। হে পরিতৃপ্ত লোকেরা, তোমাদিগকে ধিক্, কারণ তোমরা ক্ষুধিত হইবা; হে ইহকালে হাস্যকারিরা, তোমাদিগকে ধিক্, কারণ তোমরা শোক ও রোদন করিবা। লুক। ৬; ২৫।

১১। পাপিদের গলার নলি অনাবৃত কবরস্বরূপ, তাহারা জিহ্বাদ্বারা স্তুতিবাদ করে। গীত। ৫; ৯। হায়২ কপটি অধ্যাপক ও ফিরুশিগণ, তোমরা শুক্লীকৃত কবরের তুল্য; কেমনা তাহার বহির্ভাগ দেখিতে সুন্দর বটে, কিন্তু অন্তর্ভাগ শবের অস্থিতে ও সর্ব্ব প্রকার মলেতে পরিপূর্ণ। মথি। ২৩: ২৭।

১২। অন্য তাবৎ বস্তু অপেক্ষা তোমার অন্তঃ-

করণ অধিক যত্নেতে রক্ষা কর, কেননা তাহা হইতে জীবনের প্রবাহ জন্মে। হিত। ৪; ২৩। অন্তঃকরণ-হইতে কুচিন্তা, নরহত্যা, পরদার, বেশ্যাগমন, চৌর্য্য, মিথ্যাসাক্ষ্য, ঈশ্বরের নিন্দা, এ সকল নির্গত হয়; আর এই সকল মনুষ্যকে অশুচি করে; কিন্তু অধৌত হস্তে আহার করা মনুষ্যকে অশুচি করে না। মথি। ১৫; ১৯, ২০।

১৩। সকল বিষয়েরই সময় আছে, ও আকাশের নীচে তাবৎ কর্ম্ম সিদ্ধ করণের কাল আছে: বধ করণের এক কাল, ও সুস্থ করণের এক কাল, ও ভঞ্জন করণের এক কাল, গাঁথনের এক কাল, আছে, এবং নীরব থাকনের এক কাল, ও কথা কহনের এক কাল আছে। উপ। ৩: ১, ৩, ৭।

১৪। মনুষ্য নিঃসন্দেহে বিশ্বাস পূর্ব্বক যাচ্ঞা করুক; কেননা সে সন্দিগ্ধ বায়ুতে চালিত দোলায়-মান সমুদ্রতরঙ্গের সদৃশ; দ্বিমনা লোক আপন তাবৎ গতিতে চঞ্চল। যাক ১: ৬, ৮।

১৫। ধার্ম্মিক লোক পৃথিবীতে লবণস্বরূপ, এবং লবণের স্বাদ যদি যায়, তবে তাহা কি প্রকারে লবণাক্ত যুক্ত হইবেক। মথি। ৫; ১৩, ১৪।

১৬। ঈশ্বরের অঙ্গুলীদ্বারা নির্ম্মিত যে আকাশ

মণ্ডল ও তাঁহাকর্ত্তৃক স্থাপিত যে চন্দ্র ও তারাগণ, তাহা নিরীক্ষণ করিলে আমি বলি, মর্ত্ত্য কে, যে ঈশ্বর তাহাকে স্মরণ করে? । গীত। ৮; ৩, ৪ ।

১৭। আমার উপদেশ বৃষ্টির ন্যায় বর্ষিবে ও আমার কথা শিশিরের ন্যায় ক্ষরিবে; তাহা তৃণের উপরে মন্দ২ পতিত বৃষ্টির ন্যায় এবং শাক সেচন-কারি বর্ষার ন্যায় হইবে। দ্বি। ৩২; ২।

১৮। অজ্ঞান হস্ত জড়সড়া করিয়া আপন মাংস ভোজন করে। উপ। ৪; ৫। অলস মৃগয়াতে ধৃত পশু পাক করে না; কিন্তু কর্ম্মশীল মানুষের ধন বহু-মূল্য। হিত ১২, ২৭। অলস বলে, বাহিরে সিংহ আছে; আমি রাজপথে হত হইব। হিত। ২২, ১৩। যে জন বায়ুর গতি মানে, সে বীজ বপন করে না; এবং যে কেহ মেঘের গতি মানে, সে শস্য কাটে না। উপ ১১, ৪।

১৯। কবরে দুষ্টগণ ক্লেশ দেয় না ও শ্রান্তেরা বিশ্রাম পায়; বন্দিগণ নিরাপদে থাকে, উপদ্রবির রব আর শুনে না; সেই স্থানে ছোট বড় একই, এবং দাস প্রভু হইতে মুক্ত। যুব ৩; ১৭, ১৮, ১৯।

২০। তোমার দক্ষিণ চক্ষু যদি তোমার বাধা জন্মায়, তবে তাহা উৎপাটন করিয়া দূরে ফেলিয়া

দেয়; কেননা তোমার সমস্ত শরীর নরকে নিক্ষিপ্ত হওন অপেক্ষা বরঞ্চ তোমার এক অঙ্গের নাশ হওয়া ভাল। মথি ৫; ২৯।

২১। পাপিলোকেরা গোপনে বিস্তারিত জালেতেই আপনারা বদ্ধচরণ হইয়াছে। গীত। ৯; ১৫।

যে জন খাত খনন করে সে তাহাতে পড়ে, ও যে জন বেড়াকে ভাঙ্গিয়া ফেলে, সর্প তাহাকে কামড়ায়। উপ। ১০; ৮।

২২। বারাঙ্গনার ওষ্ঠহইতে মৌচাকের ন্যায় কোটা২ মধুক্ষরে ও তাহার তালুকা তৈল অপেক্ষা চিক্কণ বটে, কিন্তু তাহার শেষগতি নাগদামার ন্যায় তিক্ত হয়, ও দ্বিধার খড়্গের ন্যায় তীক্ষ্ণ হয়; তাহার চরণ মৃত্যুতে নামে, ও তাহার পাদবিক্ষেপ কবরে পড়ে। হিত। ৫; ৩, ৫।

২৩। এক জন হইতে দুই জন ভাল, কেননা তাহাদের পরিশ্রমের উত্তম ফল হয়; এবং ত্রিগুণ রজ্জু শীঘ্র ছিড়ে না। উপ। ৪; ৯, ১২।

২৪। বিশ্বস্ত সাক্ষি ও মৃতগণের মধ্যে প্রথমজাত ও ভূমণ্ডলস্থ রাজাদের অধিপতি যীশু খ্রীষ্ট হইতে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের প্রতি বর্ত্তুক; ঈশ্বর ধার্ম্মিকদিগকে প্রেম করিয়া নিজ রক্তে তাহাদের

পাপহইতে ধৌত করিয়াছেন, এবং তাহাদিগকে রাজা ও আপন পিতা ঈশ্বরের যাজক করিয়াছেন। প্র। ১; ৫, ৬।

২৫। তোমরা হিংস্রক জনের ব্যাঘাত করিও না, বরঞ্চ কেহ তোমার দক্ষিণ গালে চড় মারিলে তাহার প্রতি বাম গাল ফিরাইয়া দেও; এবং যদি কেহ তোমার সহিত বিবাদ করিয়া তোমার পরিধেয় বস্ত্র লইতে চায়, তবে তাহাকে উত্তরীয় লইতে দেও। মথি। ৫, ৩৯, ৪০।

২৬। পাপির মুখ অভিশাপ ও কাপট্য ও শঠতাতে পরিপূর্ণ, এবং তাহার জিহ্বার নিম্নভাগে ক্লেশ ও অন্যায় থাকে; এবং যেমন গহ্বরের মধ্যে সিংহ, তদ্রূপ সেও গুপ্ত স্থানে অপেক্ষাতে থাকে ও দুঃখিকে ধরিতে অপেক্ষা করে; সে আপন জালে দুঃখিকে টানিয়া ধরে, তাহাতে সে বিদীর্ণ হইয়া পড়ে। গীত। ১০; ৭, ১০।

২৭। হে অলস, তুমি পিপীলিকার কাছে গিয়া তাহার ক্রিয়া দেখিয়া জ্ঞান শিক্ষা কর; তাহার শাসনকর্ত্তা কি অধ্যক্ষ কি প্রভু কেহই নাই, তথাপি সে গ্রীষ্মকালে আপন খাদ্য সংগ্রহ করে, ও শস্য কাটনের সময়ে ভক্ষ্য সঞ্চয় করে; হে অলস, তুমি

কত কাল শয়নে থাকিবা ? ও কখন নিদ্রাহইতে উঠিবা ? আর অল্পকাল নিদ্রা ও অল্পকাল তন্দ্রা ও অল্পকাল শয়নে হস্ত জড়সড় করিলে, তোমার দৈন্য দস্যুর ন্যায় ও তোমার দীনতা সুসজ্জ সেনার ন্যায় উপস্থিত হইবে। হিত। ৬; ৬—১১।

২৮। তুমি ঈশ্বরের মন্দিরে গমনকালে সাবধানে চরণ নিক্ষেপ কর, এবং অজ্ঞানদের ন্যায় বলিদান না করিয়া উপদেশ শ্রবণে প্রস্তুত হও। উপ। ৫; ১। বিবেচনা শূন্য প্রবৃত্তি ভাল নয়; এবং যে হঠাৎ পদ নিক্ষেপ করে সে পাপ করে। হি। ১৯, ২।

২৯। মনুষ্যগণ মৃণ্ময় গৃহে বাস করে, ও যাহাদের বাটীর ভিত্তিমূল ধূলাতে নির্ম্মিত, তাহারা কি? তাহারা কীটের দ্বারা নষ্ট হয়; এবং প্রভাত ও সায়ংকালের মধ্যে বিনাশ পায়। যুব। ৪। ১৯; ২০।

৩০। তুমি যখন দান কর, তখন কপটিলোকেরা মনুষ্যদের হইতে প্রশংসিত হইবার জন্যে ভজনালয়ে ও রাজপথে যেমন করিয়া থাকে, তুমি তদ্রূপ আপনার অগ্রে তুরী বাজাইও না; কিন্তু তুমি যখন দান কর, তখন তোমার দক্ষিণ হস্ত কি করিতেছে, তাহা বাম হস্তকে জানিতে দিও না। মথি। ৬; ২, ৩।

৩১। ঈশ্বরের যে বাক্য সে নির্ম্মলবাক্য, তাহা

মৃত্তিকা মুচিতে সাতবার পরিষ্কৃতরূপার তুল্য। গীত ১২; ৬। পাপিদিগকে অগ্রাহ্য রূপ্য মল বলা যায়, কারণ পরমেশ্বর তাহাদিগকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। য়ির। ৬, ৩০।

ফেব্রুয়ারি।

১। অজ্ঞানা স্ত্রী নির্ব্বোধকে এই কথা কহে, চৌর্য্য জল বড় মিষ্ট, ও গুপ্ত অন্ন বড় সুস্বাদু; কিন্তু প্রেত যে তাহার গৃহে থাকে, ও তাহার নিমন্ত্রিত লোকেরা যে পাতালের গভীর স্থানে যায়, ইহা সে লোক বিবেচনা করে না। হিত। ৯; ১৭, ১৮।

২। দুষ্টগণ আলোড়িত সমুদ্রের তুল্য; কেননা তাহা স্থির হইতে পারে না, ও তাহার জলেতে মল ও কর্দ্দম উঠে; আমার ঈশ্বর কহেন, দুষ্ট লোকদের কিছুই শান্তি হয় না। য়িশ। ৫৭; ২০, ২১।

৩। ঈশ্বরের বাক্য জীবনের আকর, ও সেই জীবন মনুষ্যগণের দীপস্বরূপ; ঐ দীপ অন্ধকার মধ্যে জ্বলে, কিন্তু অন্ধকার তাহাকে গ্রাহ্য করে নাই। যোহ ১; ৪,৫।

৪। ধূলাহইতে ক্লেশ হয়, কি মৃত্তিকাহইতে দুঃখ

জন্মে, তাহা নয়; কিন্তু অগ্নির স্ফুলিঙ্গ যেমন উর্দ্ধে উড়ে, তদ্রূপ মনুষ্য দুঃখভোগ করিতে জন্মে। য়ুব। ৫; ৬-৭।

৫। তোমরা এই পৃথিবীতে আপনাদের জন্যে ধন সঞ্চয় করিও না, কেননা এই স্থানে কীট ও মর্চ্চ্যা ক্ষয় করে, এবং চোরেরা সিঁধ কাটিয়া চুরি করে. যে স্থানে তোমাদের ধন সেই স্থানে তোমাদের মন হইবে। মথি। ৬; ১৯, ২১।

৬। হে পরমেশ্বর, তুমি আমার অধিকার ও পানপাত্রস্বরূপ, তুমি আমার অংশ স্থির করিয়াছ; আমার নিমিত্তে পরিমাণরজ্জু মনোহর স্থানেতেই পড়িয়াছে। গীত। ১৬; ৫, ৬।

৭। যেমন ঘূর্ণবায়ু বহিয়া যায়, তদ্রূপ দুষ্টলোকও যায়; কিন্তু ধার্ম্মিকদের ভিত্তিমূল চিরস্থায়ী। হিতো। ১০; ২৫।

৮। সম্পত্তি বাড়িলে তাহার ভোগকারিগণও বাড়ে, পরিশ্রমি লোক অধিক বা অল্প ভোজন করুক, তথাপি সে সুখে নিদ্রা যায়; কিন্তু ধনবানের তৃপ্তি তাহাকে নিদ্রা যাইতে দেয় না। উপ। ৫; ১১, ১২।

৯। আমি খ্রীষ্ট আদি এবং অন্ত; আমি অমর, তথাপি মৃত হইলাম, কিন্তু দেখ, অনন্তকাল পর্য্যন্ত

সজীব আছি; আমেন; এবং মৃত্যুর ও পরলোকের চাবি আমার হস্তে স্থিত। প্র। ১; ১৮। হায় ২ ব্যবস্থার অধ্যাপকগণ, তোমরা জ্ঞানের চাবি হরণ করিয়া আপনারা প্রবেশ করিলা না. এবং যাহারা প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকেও প্রবেশ করিতে দিলা না। লূক। ১১, ৫২।

১০। চক্ষু শরীরের প্রদীপ; অতএব তোমার চক্ষু যদি প্রসন্ন হয় তবে তোমার সমুদয় শরীর দীপ্তিময় হইবে। মথি। ৬ : ২২। মনের লালসাহইতে দৃষ্টিসুখ ভাল। উপ। ৬ : ৯।

১১। হে ঈশ্বর গগনের তারার ন্যায় আমাকে রক্ষা কর, ও আপন পক্ষের ছায়াতে আচ্ছাদন কর। গান। ১৭ : ৮।

১২। যেমন শূকরের নাসিকাতে সুবর্ণের নথ, তদ্রূপ সদ্ভাবচ্যুতা সুন্দরী স্ত্রীগণ হিত। ১১ ; ২২।

১৩। দেখ যাহারা পরস্পর ভ্রাতা, তাহাদের একান্তে বসতি করা কেমন উত্তম ও মনোহর ! যে সুগন্ধি তৈল মস্তক হইতে দাড়ি অর্থাৎ হারোণের দাড়ি দিয়া বহিয়া বস্ত্রের অঞ্চল পর্য্যন্ত গড়িয়া পড়িল তাহার ন্যায়। গীত। ১৩৩ ; ১, ২।

১৪। ধনি তৃণপুষ্পের ন্যায় ক্ষয় পাইবে, ফলত,

সতাপ সূর্য্য উঠিয়া তৃণ শুষ্ক করিলে তাহার পুষ্প ঝরিয়া পড়ে, এবং তাহার রূপের সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়; ধনিলোকও আপনার তাবৎ গতিতে তদ্রূপ ম্লান হইবে। যাকুব। ১; ১০, ১১।

১৫। কোন মনুষ্য দুই কর্ত্তার সেবা করিতে পারে না; কেননা সে এক জনকে ভাল বাসিয়া অন্য জনকে মন্দ বাসিবে কিম্বা একের প্রতি মনোযোগী হইয়া অন্যকে অবহেলা করিবে; তেমনি তোমরাও ঈশ্বর ও ধন, এই উভয়ের সেবা করিতে পার না। মথি। ৬; ২৪।

১৬। তোমাদিগকে এক নূতন অন্তঃকরণ দিব, ও তোমাদের অন্তরে এক নূতন আত্মা স্থাপন করিব, ও তোমাদের মাংসের মধ্য হইতে প্রস্তরময় অন্তঃকরণ দূর করিয়া তোমাদিগকে মাংসময় অন্তঃকরণ দিব। য়িহি। ৩৬: ২৬।

১৭। দানশীল প্রাণী পরিতৃপ্ত হয়, এবং জল সেচনকারী জলেতে সিক্ত হয়। হিত। ১১; ২৫।

১৮। আমাদের সকল পিতৃলোকদের ন্যায় আমরাও তোমার সম্মুখে বিদেশী ও প্রবাসী; পৃথিবীতে আমাদের যে আয়ু, সে ছায়াসদৃশ ও অস্থায়ী। ১ বংং। ২৯; ১৫।

১৯। ধার্ম্মিক অপরাধে ও পাপে মৃত ছিলা, এবং পাপপথে চলিয়া এই বর্ত্তমান জগৎ সংসারের অনুগামী, বরং আকাশ রাজ্যের কর্ত্তার অর্থাৎ যে আত্মা সম্প্রতি অনাজ্ঞাবহ লোকদের মধ্যে আপন কর্ম্ম প্রকাশ করে, তাহার অনুগামী ছিলা। ইফ। ২; ১, ২। যে কেহ জ্ঞানের পথ ছাড়িয়া ভ্রমণ করে, সে প্রেতগণের সভায়েত থাকিবে। হিত। ২১। ১৬।

২০। আকাশের পক্ষি সকলকে দেখ; তাহারা বুনে না ও কাটে না এবং ভাণ্ডারে সঞ্চয়ও করে না; তথাপি তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা তাহাদিগকে আহার দিতেছেন; তোমরা কি তাহাদের হইতে শ্রেষ্ঠ নও? তোমাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি ভাবিত হইয়া আপন আয়ুর দীর্ঘতা এক হস্তমাত্র বৃদ্ধি করিতে পারে? মথি। ৬; ২৬, ২৭।

২১। আমি ধর্ম্মেতে ঈশ্বরের মুখের দর্শন পাইব, এবং তাহার সাদৃশ্যে জাগৃত হইয়া তৃপ্ত হইব। গীত। ১৭; ১৫।

২২। অন্ধকারের মধ্যহইতে দীপ্তিকে উদয় পাইতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন যে ঈশ্বর; তিনি আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যে উদয় পাইয়া, যীশু খ্রীষ্টের মুখমণ্ডলে বিরাজমান যে ঈশ্বরের তেজ, তদ্বিষয়ক জ্ঞানের দীপ্তি

প্রকাশ করেন; আর পরাক্রমের গৌরব যেন আমাদের না হইয়া ঈশ্বরের হয়, এই জন্যে আমাদিগকে মৃণ্ময় ভাণ্ডে সেই নিধি রক্ষা করিতে হয়। ২ কর। ৪; ৬, ৭।

২৩। যেমন হাঁড়ীর তলায় কাঁটার শব্দ, অজ্ঞানের হাস্য তদ্রূপ। উপ। ৭; ৬।

২৪। যদি মনঃপরিবর্ত্তন না কর, তবে আমি যীশু ত্বরায় তোমার নিকটে উপস্থিত হইয়া তোমার দীপ-বৃক্ষ স্বস্থান হইতে দূর করিব। প্র। ২; ৫।

২৫। আমি ঈশ্বর সর্পেতে ও নারীতে এবং সর্পের বংশেতে ও নারীর বংশেতে পরস্পর বৈরিভাব জন্মাইব; তাহাতে সে সর্পের মস্তকে আঘাত করিবে, এবং সর্প তাহার পাদমূলে আঘাত করিবে। আদি পুস্তক। ৩: ১৫।

২৬। গিলিয়দে কি ঔষধ নাই? ও সেখানে কি বৈদ্য নাই? তবে আমার লোকের কন্যার ক্ষত কেন বদ্ধ হয় না? য়িরি। ৮: ২২।

২৭। ধার্ম্মিকের দীপ্তি উজ্জ্বল হয়; কিন্তু দুষ্টদের প্রদীপ নির্ব্বাণ হয়। হিত। ১৩; ৯।

২৮। জল এবং আত্মা হইতে যাহার জন্ম না হয়, সে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না; মাংস

হইতে যে জন্মে, সে মাংসই ; এবং আত্মাহইতে যে জন্মে, সে আত্মাই ; তোমাদের পুনর্ব্বার জন্ম হওয়া আবশ্যক, আমার এই কথাতে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিও না ; বায়ু যে দিকে ইচ্ছা করে, সেই দিকে বহে, এবং তুমি তাহার শব্দ শুনিতে পাও, কিন্তু সে কোথা হইতে আইসে আর কোথাই বা যায়, তাহা কিছুই জান না, আত্মাহইতে জাত প্রত্যেক মনুষ্যের জন্ম তদ্রূপ। যোহন। ৩ ; ৫, ৭, ৮।

মার্চ।

১। আপনার চক্ষুতে যে আড়কাটা আছে, তাহা না দেখিয়া তোমার ভ্রাতার চক্ষুতে যে কুটা আছে, তাহাই কেন দেখিতেছ? হে কপটিন, অগ্রে আপনার চক্ষুহইতে আড়কাটা বাহির করিয়া ফেল, পরে তোমার ভ্রাতার চক্ষুহইতে কুটা বাহির করিবার নিমিত্তে স্পষ্ট দেখিবা। মথি। ৭ ; ৩, ৫।

২। ঈশ্বরের ক্রোধ প্রযুক্ত পৃথিবী টলটলায়মান ও কম্পিত হইল, এবং পরলোকের মূল কম্পান্বিত

হইয়া বিচলিত হইল; এবং তাঁহার নাসারন্ধ্র হইতে ধূম নির্গত হইল, ও তাঁহার মুখহইতে নির্গত অগ্নি তাবৎকে গ্রাস করিল; তাহাতে অঙ্গার প্রজ্বলিত হইল, পরে তিনি আকাশকে পথস্বরূপ করিয়া পদতলে অন্ধকার পাতিয়া নামিলেন; এবং কিরূপ আরোহণ করিয়া উড্ডীয়মান হইলেন, এবং বায়ুরূপ পক্ষদ্বারা উড়িয়া আইলেন; এবং কৃষ্ণবর্ণ জল ও নিবিড় মেঘকে চতুর্দ্দিকস্থ আবাসস্বরূপ করিয়া অন্ধকারময় তাম্বুতে বসতি করিলেন। গীত। ১৮; ৭—১১।

৩। যে জন দণ্ড করিতে অনিচ্ছুক হয়, সে পুত্রকে ঘৃণা করে। হিত। ১৩; ২৪। যেমন অশ্বের নিমিত্তে কশা ও গর্দ্দভের নিমিত্তে বল্গা তদ্রূপ মূর্খের পৃষ্ঠের নিমিত্তে দণ্ড। হিত। ২৬; ৩।

৪। মনের মধ্যে হঠাৎ ক্রোধ করিও না, কেননা অজ্ঞানদেরই হৃদয় ক্রোধের আশ্রয়। উপ। ৭; ৯। ক্রুদ্ধ হইলে পাপ করিও না, সূর্য্য অস্ত না হইতে২ রাগ ত্যাগ কর; আর শয়তানকে স্থান দিও না। ইফি। ৪; ২৬।

৫। কুক্কুরদিগকে পবিত্র বস্তু দিও না, এবং আপনাদের মুক্তা শূকরের অগ্রে ফেলিও না; ফেলিলে

তাহারা পদদ্বারা তাহা দলাইবে, ও ফিরিয়া তোমাদিগকে বিদীর্ণ করিবে। মথি। ৭; ৬।

৬। ঈশ্বর বলেতে আমার কটি বন্ধন করিলেন, ও আমার পথ সরল করিলেন; তিনি হরিণের চরণ সদৃশ আমার চরণ করিলেন, ও উচ্চস্থানে আমাকে স্থাপিত করিলেন। গীত। ১৮; ৩২, ৩৩।

৭। সুস্থ মন শরীরের জীবন; কিন্তু অন্তর্জ্বালা অস্থিমধ্যস্থ ক্লেদ। হিত। ১৪: ৩০।

৮। যিহুদীয় ও ভিন্নদেশীয় লোক পূর্ব্বে দূরবর্ত্তী হইলেও খ্রীষ্টের রক্তের দ্বারা নিকটবর্ত্তী হইয়াছে; কেননা তিনি আমাদের সন্ধি; তিনি উভয়কে এক করিয়াছেন, এবং বৈরিতাজনক যে ভিত্তি আমাদিগকে পৃথক করিয়া রাখিত, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন। ইফ। ২; ১৪,।

৯। যেমন উপযুক্ত সময়ে শস্যের আঁটি গৃহে লইয়া যায়, তদ্রূপ ধার্ম্মিক সম্পূর্ণায়ু হইয়া কবরস্থ হইবেন। য়ুব। ৫: ২৬। ধর্ম্মপথে যাহার যে কেশ পক্ক হয়, সেই তাহার মুকুট। হিত। ১৬; ৩১।

১০। সঙ্কীর্ণ দ্বার দিয়া প্রবেশ কর, কেননা বিনাশ প্রাপ্তির যে দ্বার সে প্রশস্ত ও যে পথ সে পরিসর এবং অনেকেই তাহা দিয়া প্রবেশ করে। মথি। ৭; ১৩।

১১। আকাশ ঈশ্বরের গৌরব বর্ণনা করে ও গগণ মণ্ডল তাঁহার হস্তকৃত কর্ম্ম প্রকাশ করে; তাহাদের কোন বাক্য ও ভাষা নাই, এবং তাহাদের রবও শুনা যায় না, তথাপি তাহাদের স্বর সর্ব্ব দেশে, ও তাহাদের বক্তৃতা পৃথিবীর সীমা পর্য্যন্ত ব্যাপিয়াছে; তিনি তাহাদের মধ্যে সূর্য্যের তাম্বু স্থাপন করিয়াছেন। গীত। ১৯; ১, ৩, ৪।

১২। মিলনকারি জিহ্বা অমৃত বৃক্ষ; কিন্তু বিচ্ছেদকারি জিহ্বা বিনাশক ঝাড়। হিত। ১৫; ৪।

১৩। বিদ্যা মানুষের মুখকে দীপ্তিমান করে, এবং তাহার বদনের গৌরব বৃদ্ধি করে। উপ। ৮; ১। ধার্ম্মিক লোকেরা আপনাদের পিতার রাজ্যে সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান হইবে। মথি। ১৩; ৪৩।

১৪। কতক লোককে অগ্নিহইতে টানিয়া লইয়া ভয়েতে উদ্ধার কর; মাংসের কলঙ্কে কলঙ্কিত বস্ত্রকেও ঘৃণা কর। যিহূদা ২৩ পদ।

১৫। যাহারা মেষের বেশে তোমাদের নিকটে আইসে, কিন্তু অন্তরে গ্রাসকারি কেন্দুয়া ব্যাঘ্র, এমন মিথ্যা ভবিষ্যদ্বক্তৃগণহইতে সাবধান; তোমরা তাহাদের ফল দ্বারা তাহাদিগকে চিনিতে পারিবা: মনুষ্যেরা কি কণ্টকবৃক্ষহইতে দ্রাক্ষাফল, কিম্বা শিয়াল-

কাঁটা হইতে ডুম্বুরফল পাড়িয়া থাকে? মথি। ৭: ১৫, ১৬।

১৬। পরমেশ্বর আমার পালক, আমার কিছু-রই অভাব হইবেক না, তিনি তৃণভূষিত চারাণিতে আমাকে শয়ন করান, ও মন্দ২ বাহি জলের নিকটে লইয়া যান। গীত। ২৩; ১।

১৭। দ্বেষভাবে পুষ্টি ভোজন অপেক্ষা, বরং প্রেমেতে শাকমাত্র ভোজন করা ভাল। হিত। ১৫: ১৭।

১৮। যখন মনুষ্যপুত্র তাবৎ পবিত্র দূতগণকে সঙ্গে করিয়া আপন প্রভাবে আসিবেন, তখন তিনি নিজ তেজোময় সিংহাসনে বসিবেন: এবং তাঁহার সম্মুখে সর্ব্বজাতীয় লোক একত্রীকৃত হইবে; পরে মেষপালক যেমন ছাগ হইতে মেষ সকলকে ভিন্ন২ করে, তদ্রূপ তিনিও তাহাদের এক হইতে অন্যকে পৃথক্ করিয়া, মেষগণকে আপনার দক্ষিণদিগে, এবং ছাগ সকলকে বামদিগে রাখিবেন। মথি। ২৫; ৩১, ৩২, ৩৩।

১৯। হে আকাশমণ্ডল, শুন, হে পৃথিবি, শ্রবণ কর: পরমেশ্বর কহিতেছেন: আমি সন্তানদিগকে প্রতিপালন ও ভরণপোষণ করিয়াছি, কিন্তু তাহারা আমার অনাজ্ঞাবহ হইয়াছে। যিশা। ১: ২। গোরু

আপন স্বামিকে ও গর্দ্দভ আপন প্রভুর দত্ত খাদ্য পাত্রকে জানে, কিন্তু ইস্রায়েল বংশ আমাকে জানে না, ও আমার প্রজাগণ বিবেচনা করে না। যিশ। ১; ৩।

২০। যে কেহ আমার এই সকল কথা শুনিয়া পালন করে, তাহাকে আমি এমন এক বুদ্ধিমান লোকের সদৃশ জ্ঞান করি, যে পাষাণের উপরে আপন গৃহ নির্ম্মাণ করিল; পরে বৃষ্টি পড়িয়া, বন্যা আসিয়া, বায়ু বহিয়া, সেই গৃহে লাগিলে, সে পড়িল না, কারণ পাষাণের উপরে তাহার ভিত্তিমূল স্থাপিত ছিল; আর যে কেহ আমার এই সকল কথা শুনিয়া পালন না করে, সে এমত এক নির্ব্বোধ লোকের সদৃশ যে বালুকার উপরে আপন গৃহ নির্ম্মাণ করিল, পরে বৃষ্টি পড়িয়া বন্যা আসিয়া বায়ু বহিয়া সেই গৃহে লাগিলে সে পড়িয়া গেল, ও তাহার ঘোরতর পতন হইল। মথি। ৭: ২৪—২৭।

২১। আমি যখন মৃত্যুচ্ছায়া উপত্যকা দিয়া গমন করিব, তৎকালেও অমঙ্গলহইতে ভীত হইব না, কেননা তুমি ঈশ্বর আমার সঙ্গে থাকিবা, এবং তোমার পাঁচনি ও যষ্টি আমাকে সান্ত্বনা দিবে। গীত। ২৩। ৪।

২২। যেমন ভগ্ন দন্ত ও খঞ্জ চরণ, তদ্রূপ কষ্টের সময়ে প্রতারক লোকেতে বিশ্বাস। হিত। ২৫; ১৯।

২৩। আত্মাকে নিবারণে সমর্থ আত্মার কর্ত্তা মনুষ্যদের মধ্যে কেহ নাই, এবং মৃত্যুকালও কাহারো অধীন নয়, এবং সেই যুদ্ধহইতে কেহ মুক্তি পাইতে পারে না। উপ। ৮; ৮।

২৪। তোমরা আর বিদেশী ও প্রবাসী নহ, কিন্তু পবিত্র লোকেদের সহবাসি এবং ঈশ্বরের বাটীর অন্তরঙ্গ হইয়াছ; আর প্রেরিত ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ যে ভিত্তিমূলস্বরূপ, সেই ভিত্তিমূলের উপরে গ্রথিত হইতেছ; এবং যীশু খ্রীষ্ট আপনি প্রধান কোণস্থ প্রস্তরস্বরূপ হওয়াতে তাবৎ গাঁথনি তাঁহাতেই সুসংলগ্ন বর্দ্ধিষ্ণু হইয়া প্রভুর পবিত্র মন্দির হইতেছে; এবং তোমরাও তাঁহাতে সংগ্রথিত হইয়া আত্মাতে ঈশ্বরের এক আবাস হইতেছ। ইফ। ২; ১৯—২২।

২৫। লোক সকলকে দেখিয়া তাহাদের প্রতি যীশু করুণাবিষ্ট হইলেন, কেননা তাহারা ব্যাকুল এবং অরক্ষক মেষের ন্যায় ত্যক্ত ছিল; তখন তিনি কহিলেন, শস্যের বাহুল্য আছে, কিন্তু কার্য্যকারি লোক অল্প, অতএব শস্যক্ষেত্রে আরও কার্য্যকারি

লোকদিগকে পাঠাইয়া দিতে ক্ষেত্রের স্বামির নিকটে প্রর্থানা কর। মথি। ৯; ৩৬—৩৮।

২৬। হে দ্বার সকল, মুক্ত হও, হে চিরস্থায়ি কবাট সকল উত্থিত হও; মহামহিম রাজা প্রবেশ করিবেন; সেই মহামহিম রাজা কে? যে পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান যুদ্ধেতে শূর ও পরাক্রমী, তিনি। গীত। ২৪; ৭, ৮।

২৭। যীশুর পিতার বাটীতে অনেক বাসা আছে, শিষ্যদের জন্যে স্থান প্রস্তুত করিতে তিনি গেলেন। যোহ। ১৪: ২।

২৮। পরমেশ্বর কহিতেছেন, আইস, আমরা উত্তর প্রত্যুত্তর করি; তোমাদের পাপ রক্তবর্ণ হইলেও হিমের ন্যায় শুক্লবর্ণ হইবে, ও সিন্দুরের ন্যায় রাঙ্গা হইলেও মেষলোমের ন্যায় শ্বেতবর্ণ হইবে। যিশ। ১; ১৮।

২৯। স্রোতের ন্যায় আমার ভ্রাতৃগণ আমাকে ভুলায়; তাহারা পর্ব্বতীয় জলস্রোতের ন্যায় চঞ্চল; কিন্তু উত্তপ্ত হইবামাত্র লুপ্ত হয়, ও গ্রীষ্ম পাইলে, স্বস্থান হইতে অন্তর্হিত হয়। য়ুব। ৬; ১৫, ১৭।

৩০। বস্ত্রের নিমিত্তে কেন ভাবিত হও? ক্ষেত্রের কানুড় পুষ্প কেমন বাড়ে, তাহা বিবেচনা কর; সে

সকল কোন শ্রম করে না, এবং সূতাও কাটে না; তথাপি সুলেমান অতি ঐশ্বর্য্যবান্ হইলেও উহার এক পুষ্পের ন্যায় বিভূষিত ছিল না; অতএব অদ্য বর্ত্তমান ও কল্য চুলাতে নিক্ষিপ্ত হইবে, এমন যে ক্ষেত্রের তৃণ, তাহাকে যদি ঈশ্বর এতাদৃশ বিভূষিত করেন, তবে হে অল্পবিশ্বাসিরা, তোমাদিগকে কি বস্ত্র দিবেন না? মথি। ৬; ২৭—৩০।

৩১। পরমেশ্বর আপন আবাসে আমাকে গুপ্ত করিবেন, ও আপন তাম্বুর গুপ্ত স্থানে আমাকে লুক্কায়িত করিবেন, ও পর্ব্বতের উপরে আমাকে উঠাইয়া রাখিবেন। গীত। ২৭; ৪, ৫।

১। দুই চটক পক্ষী কি এক পয়সাতে বিক্রীত হয় না? তথাচ তোমাদের পিতার অনুমতি বিনা তাহাদের একটীও ভূমিতে পড়ে না; তোমাদের মস্তকের কেশ সকলও গণিত আছে। মথি। ১০; ২৯, ৩০।

২। পরমেশ্বরের রব এরস বৃক্ষগণকে ভগ্ন করে, এবং বৎসের ন্যায় তাহাদিগকে এবং গণ্ডারশা-

বৎসের ন্যায় লিবানোন ও শিরিয়োন পর্ব্বতকে লম্ফ করান। গীত। ২৯; ৫, ৬।

৩। অকর্ম্মণ্য লোক খনন করিয়া কুক্রিয়া তোলে ও তাহার ওষ্ঠে জ্বলন্ত অঙ্গার থাকে; খল বিরোধ জন্মায়, এবং পরীবাদক মিত্রভেদ করে। হিত। ১৬; ২৭, ২৮।

৪। যে কেহ বাক্যের কর্ম্মকারী না হইয়া শ্রোতা মাত্র থাকে, সে দর্পণে আপনার স্বাভাবিক মুখ নিরীক্ষণকারি লোকের সদৃশ হইয়া আপনাকে দেখিবামাত্র চলিয়া যায়; কেমন ছিল, তাহা তৎক্ষণাৎ বিস্মৃত হয়। যাক। ১; ২৩, ২৪।

৫। যে কেহ এই ক্ষুদ্র লোকদের মধ্যে কোন এক জনকে শিষ্যজ্ঞানে একবাটী শীতল জল পান করিতে দেয়, আমি যীশু সত্য করিয়া কহিতেছি, সে কোন প্রকারে আপন ফলে বঞ্চিত হইবে না। মথি। ১০; ৪২।

৬। পাপিদের পরিণাম সর্ব্বনাশ, কারণ উদর তাহাদের ঈশ্বর, এবং লজ্জাই তাহাদের শ্লাঘা, এবং ঐহিক বিষয় তাহাদের চিন্তা। ফিল। ৩; ১৯। ভক্ষ্য উদরের নিমিত্তে, এবং উদর ভক্ষ্যের নিমিত্তে হইয়াছে, কিন্তু ঈশ্বর উভয়ের লোপ করিবেন; তথাপি

শরীর ব্যভিচারের নিমিত্তে নয়, কিন্তু প্রভুর নিমিত্তে, এবং প্রভু শরীরের নিমিত্তে । ১ কর । ৬; ১৩ ।

৭ । দণ্ড দিতে হইলে যীশু তাহা স্বীকার করিলেন, মুখ ব্যাদান করিলেন না; এবং হত হওনের জন্যে মেষশাবকের ন্যায় নীত হইলেন; তার লোমচ্ছেদকের সম্মুখে যেমন মেষী নীরব হইয়া থাকে, তেমনি মুখ ব্যাদান করিলেন না । যিশ । ৫৩ : ৭ ।

৮ । যে জন তাবৎ জীবৎ লোকের মধ্যে রক্ষিত হয়, তাহারই প্রত্যাশা আছে, কেননা মৃত সিংহ অপেক্ষা বরং জীবৎ কুক্কুরও ভাল । তুমি যে কোন কর্ম্মে হস্তার্পণ করিতে পার, তাহা যত্নপূর্ব্বক কর: কেননা তুমি যে স্থানে যাইতেছ, সেই কবরে কোন কার্য্য কি উপায় কিছুই নাই । উপ । ৯: ৪, ১০ ।

৯ । যীশু হইতে আমরা উভয় লোক এক আত্মার দ্বারা পিতার নিকটে যাইবার পথ পাইয়াছি; অতএব তোমরা আর বিদেশি ও প্রবাসি নহ, কিন্তু পবিত্র লোকদের সহবাসি এবং ঈশ্বরের বাটীর অন্তরঙ্গ হইয়াছ । ইফ । ২ ; ১৭—১৯ ।

১০ । ধার্ম্মিক ক্ষয়ণীয় বীর্য্যহইতে নও, কিন্তু অক্ষয় বীর্য্যহইতে ঈশ্বরের জীবনযুক্ত ও নিত্যস্থায়ি বাক্য দ্বারা পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছ । ১ পিত । ১; ২৩ ।

১১। ঈশ্বর দুষ্ট লোকদের প্রতি অঙ্গার ও অগ্নি ও গন্ধক বর্ষণ করিবেন, ও উগ্র বায়ু তাহাদের পান পাত্রস্থ পেয় দ্রব্য হইবে। গীত। ১১; ৬।

১২। অজ্ঞানতাতে মগ্ন অজ্ঞানের সহিত সাক্ষাৎ করণ অপেক্ষা হৃতবৎসা ভল্লূকীর সহিত সাক্ষাৎ করা বরং ভাল। হিত। ১৭; ১২।

১৩। যাহার কর্ণ আছে, সে মণ্ডলীগণের প্রতি আত্মার উক্ত কথা শুনুক; যে জন জয় করে, তাহাকে আমি যীশু গুপ্ত মান্না খাইতে দিব, এবং এক শ্বেত প্রস্তর তাহাকে দিব, তাহার উপরে যে নূতন নাম মুদ্রাঙ্কিত আছে, তাহা গ্রহণকর্ত্তা ব্যতিরেকে আর কেহ জানে না। প্র। ২; ১৭।

১৪। পাপিরা শুষ্কপত্র এলাবৃক্ষ ও নির্জ্জল উদ্যানের ন্যায় হইবে, বলবান্ ব্যক্তি কোষ্টাপাটের ন্যায় হইবে, ও তাহার কার্য্য অগ্নিকণার ন্যায় হইবে; তাহাতে উভয়ে একেবারে প্রজ্বলিত হইবে, কেহ তাহা নির্ব্বাণ করিতে পারিবে না। যিশা। ১; ৩০, ৩১।

১৫। হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোক সকল, তোমরা আমার (যীশুর) নিকটে আইস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব, আমার যোঁয়ালি আপ-

নাদের উপরে ধরিয়া লও, এবং আমার স্থানে শিক্ষা কর, কেননা আমি ক্ষান্তশীল ও নম্রমনা: আমার যোঁয়ালি সহজ ও আমার ভার লঘু। মথি। ১১: ২৮—৩০।

১৬। ধার্ম্মিক আপনদিগকে প্রবাসি ও বিদেশি জানিয়া মনের প্রতিকূলে যুদ্ধকারি শারীরিক সুখাভিলাষহইতে নিবৃত্ত হউক। ১ পিত। ২: ১১।

১৭। মনুষ্যের মুখের কথা গভীর জলের ন্যায়, ও বিদ্যার প্রবাহ পূর্ণজলস্রোতের ন্যায়। হিত। ১৮; ৪।

১৮। তুমি ঈশ্বর ক্রোধেতে পৃথিবীর মধ্যদিয়া গমন করিতেছ, ও কোপেতে অন্যজাতীয়দিগকে পদতলে দলিতেছ। হব। ৩: ১২।

১৯। যেমন পিঞ্জর পক্ষিতে পরিপূর্ণ, তদ্রূপ পাপিদের বাটী কাপট্যে পরিপূর্ণ। যিরি। ৫; ২৭।

২০। যীশু যাবৎ রাজ্যনীতি জয়িরূপে প্রচলিত না করেন, তাবৎ থেঁৎলা নল ভাঙ্গিবেন না, ও সধূম শলিতা নির্ব্বাণ করিবেন না। মথি। ১২; ২০।

২১। পরমেশ্বরের বাক্যদ্বারা গগণমণ্ডল ও তাঁহার মুখের শ্বাসে আকাশের নক্ষত্র সমূহ নির্ম্মিত হইল, তিনি সমুদ্রের তাবৎ জলকে রাশির ন্যায় সঞ্চয়

করেন, ও গভীর জলকে ভাণ্ডারে রাখেন। গীত। ৩৩; ৬, ৭।

২২। বিরক্ত ভ্রাতা দৃঢ় নগর অপেক্ষা দুর্জ্জেয়, ও তাহার বিরোধ দুর্গের হুড়কার স্বরূপ। হিত। ১৮; ১৯।

২৩। ঈশ্বরবাক্য কাঞ্চন ও তপ্তকাঞ্চন অপেক্ষা লোভনীয়, এবং মধু ও মৌচাকের রসহইতেও সুস্বাদু। গীত। ১৯: ১০।

২৪। মূসা যেরূপ প্রান্তরে সর্পকে ঊর্দ্ধে উঠাইয়াছিল, তদ্রূপ মনুষ্যপুত্রকেও উত্থাপিত হইতে হইবে; যেন তাঁহাতে বিশ্বাসকারি প্রত্যেক জন বিনষ্ট না হইয়া অনন্ত জীবন পায়। যোহ। ৩; ১৪, ১৫।

২৫। যে কেহ খ্রীষ্টের স্বপক্ষ নহে সে বিপক্ষ আছে; এবং খ্রীষ্টের সহিত কুড়ায় না, সে ছড়াইয়া ফেলে। মথি। ১২; ৩।

২৬। যাহারা পরমেশ্বরকে ভয় করে, তাঁহার দূত তাহাদের চতুর্দ্দিকে শিবির স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করেন। গীত। ৩৪; ৭।

২৭। মণ্ডলী অরুণের ন্যায় উদয়কারিণী ও চন্দ্রের ন্যায় সুন্দরী ও সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বিনী ধ্বজাবিশিষ্ট সেনার ন্যায় ভয়ঙ্করী। পরম। ৬; ১০।

২৮। শেষ কালে পরমেশ্বরের গৃহের পর্ব্বত পর্ব্বতগণের শিখরের উপরে স্থাপিত হইবে ও উপ-পর্ব্বত হইতেও উচ্চীকৃত হইবে: তাহাতে তাবজ্জাতীয় লোক স্রোতের ন্যায় তাহার প্রতি ধাবমান হইবে; ঈশ্বর তিনি অন্যজাতীয়দের বিচার করিবেন, এবং অনেক ২ লোককে অনুযোগ করিবেন: তাহাতে তাহারা আপন ২ খড়্গ ভাঙ্গিয়া লাঙ্গলের ফাল নির্ম্মাণ করিবে, ও বড়শা ভাঙ্গিয়া কাস্ত্যা গড়িবে; এবং এক দেশীয় লোক অন্য দেশীয়দের বিপরীতে খড়্গ আর চালন করিবে না, তাহারা আর যুদ্ধ শিখিবে না। যিশ। ২; ২৪।

২৯। মর্ত্ত্যের দিন কি বেতনজীবির দিনের তুল্য নহে? যেমন দাস ছায়া আকাঙ্ক্ষা করে, ও বেতনজীবী যেমন কর্ম্ম সমাপ্তির অপেক্ষা করে, তদ্রূপ আমি আয়ুর দুঃখের মাস ভোগ করিতেছি, ক্লেশের রাত্রি যাপন করিতেছি। যুব। ৭; ১, ২, ৩।

৩০। আমি পৌল রোপণ করিয়াছি, ও আপল্লো জল সেঁচিয়াছে, কিন্তু ঈশ্বর বৃদ্ধি করিয়াছেন; অতএব রোপক ও সেচক উভয়েই কিছু নয়, বৃদ্ধিকর্ত্তা যে ঈশ্বর তিনিই সার; রোপক ও সেচক উভয়েই

একই। কিন্তু যাহার যেরূপ শ্রম, তাহার সেইরূপ বেতন হইবে। ১ কর। ৩; ৬—৮।

মে।

১। ফলদ্বারা বৃক্ষকে চেনা যায়; ওরে সর্পের বংশ, তোমরা মন্দ হওয়াতে কি প্রকারে ভাল কথা কহিতে পার? যেহেতুক অন্তঃকরণের পূর্ণভাবানুসারে মুখহইতে বাক্য নির্গত হয়। মথি। ১২; ৩৩, ৩৪।

২। হে ঈশ্বর, তোমার অনুগ্রহ কেমন বহুমূল্য! অতএব মনুষ্যসন্তানবর্গ তোমার পক্ষছায়াতে আশ্রয় লয়; যেহেতুক তোমার কাছে জীবনের উনুই আছে; আমরা তোমার দীপ্তিতে দীপ্তি পাই। গীত। ৩৬; ৭—৯।

৩। সমুদয় মস্তক ব্যথিত ও সকল হৃদয় দুর্ব্বল হইয়াছে: পায়ের তালু অবধি মস্তক পর্য্যন্ত কোন স্বাস্থ্য নাই; সর্ব্বত্র ক্ষত ও কালশীরা ও নবীন ক্ষত আছে, তাহা টেপা কি বাঁধা যায় নাই, এবং তৈল্য দ্বারা কোমলও করা যায় নাই। যিশ। ১; ৫, ৬।

৪। আত্মাবিহীন শরীর যেমন মৃত, তেমনি কর্ম্ম-বিহীন প্রত্যয় মৃতথাকে। যাক। ২; ২৬।

৫। যূনস যেমন তিন দিবারাত্রি বৃহৎ মৎস্যের উদরে ছিল, তেমনি মনুষ্যের পুত্রও তিন দিবারাত্রি পৃথিবীর মধ্যস্থলে থাকিবেন। মথি। ১২: ৪০।

৬। তোমার গতির ভার পরমেশ্বরেতে সমর্পণ কর, এবং দীপ্তির ন্যায় তোমার ধর্ম্ম ও মধ্যাহ্নের ন্যায় তোমার যথার্থতা প্রকাশ করিবেন। গীত। ৩৭; ৫.৬।

৭। যে জন দরিদ্রদিগকে দয়া করে, সে পরমেশ্বরকে ঋণ দেয়; তিনি অবশ্য সেই দানের পরিশোধ করিবেন। হিত। ১৯; ১৭।

৮। যে ভিত্তিমূল স্থাপিত হইয়াছে, তাহা বিনা অর্থাৎ যীশু খ্রীষ্ট বিনা আর কোন ভিত্তিমূল কেহ স্থাপন করিতে পারে না; বস্তুতঃ বিচারদিনে তাহাও প্রকাশ করিবে; কেননা সে অগ্নিময় দিন, তাহাতে প্রত্যেক জনের কর্ম্ম যে কিপ্রকার, তাহার পরীক্ষা সেই অগ্নিদ্বারা হইবে। ১ কর। ৩; ১১, ১৩।

৯। শেষকালে মনুষ্যগণ পূজার্থে নির্ম্মিত নিজ স্বর্ণ রৌপ্যাদির প্রতিমাগণকে উন্দুর ও চামচিকার কাছে নিক্ষেপ করিবে। যিশ। ২; ২০।

১০। কোন ব্যক্তি যীশুকে কহিল, দেখ, তোমার মাতা ও ভ্রাতৃগণ তোমার সহিত কথা কহিবার ইচ্ছাতে বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে; যীশু কহিলেন, যে কেহ আমার স্বর্গস্থ পিতার ইষ্টক্রিয়া করে, সেই আমার ভ্রাতা ও ভগিনী ও মাতা। মথি। ১২ : ৪৭, ৫০।

১১। পাপিগণ বিনষ্ট হইবে; পরমেশ্বরের শত্রুগণ মেষশাবকের মিষ্ট ভক্ষ্যের ন্যায় হইবে, ও ধূমেতে নিতান্ত লুপ্ত হইবে। গীত। ৩৭; ২০।

১২। অলস লোক শীতের ভয়ে হাল বহিতে চায় না: এই জন্যে শস্যের সময়ে ভিক্ষা করিলেও কিছু পায় না। হিত। ২০; ৪।

১৩। দ্রুতগামি লোক পণ পায় না, ও বীর জয় পায় না, এবং জ্ঞানবান্ অন্ন, ও বুদ্ধিমান্ ধন, ও পণ্ডিত অনুগ্রহ পায় না, কিন্তু সকলের প্রতি সময় ও দৈবঘটনা ঘটে। মনুষ্য আপন কাল জানে না; যেমন মৎস্যগণ দুঃখদায়ক জালে পতিত হয়, ও পক্ষিগণ যেমন ফাঁদে ধৃত হয়, তদ্রূপ বিপদ অকস্মাৎ উপস্থিত হইলে মনুষ্যসন্তানেরা ধৃত হয়। উপ। ৯; ১১, ১২।

১৪ যীশু ঈশ্বরপুত্র পিতার তেজের প্রতিবিম্ব ও

তত্ত্বের মুদ্রাঙ্ক, এবং আপন শক্তির বাক্যেতে সকলের ধারণকর্ত্তা আছে; সেই পুত্র নিজ প্রাণদ্বারা আমাদের পাপের মার্জনা করিয়া ঊর্দ্ধস্থ মহামহিমের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিলেন। ইব্রি। ১; ৩।

১৫। পাপী কর্ণেতে শুনিবে, কিন্তু বুঝিবে না; এবং চক্ষুতে দেখিবে, কিন্তু জানিতে পারিবে না; তাহাদের বুদ্ধি স্থূল হইয়াছে, ও তাহারা শুনিতে আপনাদের কর্ণ ভারি করিয়াছে, ও চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছে। মথি। ১৩; ১৪, ১৫।

১৬। আমার ভগিনীবৎ কন্যা (মণ্ডলী) প্রাচীর বেষ্টিত উদ্যান ও বদ্ধ জলাকার ও মুদাঙ্কিত উনুই-স্বরূপ। পর। ৪; ১২।

১৭। প্রতারণার ফল মানুষের মিষ্ট বোধ হয়, কিন্তু শেষে তাহার মুখ কাঁকরেতে পরিপূর্ণ হয়। হিত। ২০; ১৭।

১৮। যাহার পরীক্ষা অগ্নিদ্বারা হয়, সেই নশ্বর সুবর্ণ অপেক্ষা বহুমূল্য, যে তোমাদের সুপরীক্ষিত বিশ্বাস, তাহাকে যীশু খ্রীষ্টের আগমন সময়ে (তোমাদের) প্রশংসার ও সমাদরের ও গৌরবের নিমিত্তে ব্যক্ত হইতে হয়। ১ পি। ১; ৭।

১৯। তন্ত্রবায়ের মাকু যেমন শীঘ্র২ গমন করে, ও

সূত্র শেষ হইলে বদ্ধ হয়, আমার দিনও তদ্রূপ হইতেছে; মেঘ যেমন ক্ষয় পাইয়া লুপ্ত হয়, তদ্রূপ জন পরলোকে নামে। যুব। ৭; ৬, ৯। আমার আবাস মেষপালকের তাম্বুর ন্যায় উঠিয়া স্থানান্তরে গেল, আমি তন্ত্রবায়ের ন্যায় আপন আয়ু ছিন্ন করিলাম, ঈশ্বর তাঁত-হইতে আমাকে ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। যিশ। ৩৮; ১২।

২০। আমি যীশু প্রকৃত দ্রাক্ষালতা এবং আমার পিতা মালি; আমি দ্রাক্ষালতা, তোমরা শাখা; যে জন আমাতে থাকে, এবং যাহাতে আমি থাকি, সে প্রচুর ফলবান্ হয়; কেননা আমা ভিন্ন তোমরা কিছুই করিতে পার না; যে কেহ আমাতে না থাকে, সে শাখার ন্যায় বাহিরে নিক্ষিপ্ত হইয়া শুষ্ক হইয়া যায়; পরে লোকেরা তাহা কুড়াইয়া অগ্নিতে ফেলিয়া দগ্ধ করে। যো। ১৫; ১, ৫, ৬।

২১। দেখ, তুমি ঈশ্বর আমার জীবনকাল বিঘত পরিমিত করিয়াছ, ও আমার আয়ু তোমার দৃষ্টিতে নামমাত্র, প্রত্যেক মনুষ্য আপন উত্তম অবস্থাতেও নিতান্ত অসার; প্রত্যেক মনুষ্যই ছায়ার ন্যায় গমনাগমন করে, ও অসারের নিমিত্তে ব্যস্ত থাকে; সে ধন সঞ্চয় করে, কিন্তু কে তাহা ভোগ করিবে, তাহা জানে না। গীত। ৩৯; ৫, ৬।

২২। প্রহারের কালশিরাদ্বারেতেই দুষ্ট লোকের পরিষ্কৃতি ও তাহার অন্তঃকরণের শাসন হয়। হিত। ২০; ৩০।

২৩। যে জন জয় করে, সে শুক্ল বস্ত্র পরিহিত হইবে: এবং আমি (যীশু) জীবন পুস্তক হইতে তাহার নাম লুপ্ত করিব না, কিন্তু আমার পিতার সাক্ষাতে ও তাঁহার দূতগণের সাক্ষাতে তাহার নাম স্বীকার করিব। প্র। ৩: ৪, ৫।

২৪। যাহারা অধর্ম্মরূপ রজ্জুতে অপরাধ ও শকটের স্থূল রজ্জুতে পাপ আকর্ষণ করে, তাহাদের সন্তাপ হইবে। যিশ। ৫; ১৮।

২৫। প্রভু পরমেশ্বরের আত্মা আমাতে (যীশুতে) অধিষ্ঠান করেন, কেননা দরিদ্র লোকদের কাছে সুসমাচার প্রচার করিতে পরমেশ্বর আমাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন, এবং ভগ্নান্তঃকরণদিগের ক্ষত বাঁধিতে, ও বন্দি লোকদের প্রতি মুক্তি, কারাবদ্ধ লোকদের প্রতি সম্পূর্ণ মুক্তি প্রচার করিতে। যিশ। ৬১; ১

২৬। প্রত্যাশাবিশিষ্ট বন্দিগণ, তোমরা দৃঢ় দুর্গের প্রতি ফির, অদ্যাবধি আমি তোমাদিগকে দ্বিগুণ ফল দিতে স্বীকার করি। সিখ। ৯: ১২।

২৭। আমরা ঈশ্বরের সহিত কর্ম্মকারি; তোমরা ঈশ্বরের ক্ষেত্র ও ঈশ্বরের গাঁথনি। ১ কর। ৩; ৯।

২৮। ধার্ম্মিক ঈশ্বরের মন্দির আছে, এবং ঈশ্বরের আত্মা তাহাদের অন্তরে বাস করে, যে কেহ ঈশ্বরের মন্দির নষ্ট করে, তাহাকে ঈশ্বর নষ্ট করিবেন; কেননা ঈশ্বরের মন্দির পবিত্র। ১ কর। ৩; ১৬ ১৭।

২৯। কর্দ্দম ব্যতিরেকে কি নল বৃদ্ধি পাইতে পারে? ও জল বিনা কি দাম বাড়িতে পারে? সে তেজস্বি হয় বটে, কিন্তু কাটিবার যোগ্য হয় না, কারণ সে সকল তৃণের পূর্ব্বে শুষ্ক হয়; যে জন ঈশ্বরকে বিস্মৃত হয়, তাহার সেইরূপ গতি: ও যে জন অধার্ম্মিক, তাহার সেইরূপ নৈরাশ্য হয় তাহার প্রত্যাশা উচ্ছিন্ন হয়, ও তাহার আশ্রয় মাকড়সার জাল হয়। যুব। ৮; ১০—১৪।

৩০। তুমি ঈশ্বর আদিতে পৃথিবীর মূল স্থাপন করিয়াছ, এবং আকাশমণ্ডল তোমার হস্তকৃত; সে সমস্ত বস্ত্রের ন্যায় জর্জ্জরীভূত হইবে, এবং তুমি বস্ত্রের ন্যায়, জড়াইলে তাহার পরিবর্ত্তন হইবে; কিন্তু তুমি নিত্য, তোমার বৎসরের ক্ষয় কদাচ হইবে না। ইব্র। ১; ১০—১২।

৩১। ভয়ানক গর্ত্ত ও পঙ্কের হ্রদহইতে ঈশ্বর

আমাকে তুলিলেন, ও পর্ব্বতের উপরে আমার চরণ রাখিয়া গতিশক্তি দিলেন। গীত। ৪০; ২।

জুন।

১। তোমরা তাবৎ হিংসেচ্ছা, ও সর্ব্বপ্রকার ছল কাপট্য ও ঈর্ষ্যা ও পরনিন্দা ত্যাগ করিয়া পরিত্রাণার্থে বৃদ্ধি পাইবার জন্যে নবজাত শিশুদের ন্যায় প্রকৃত বাক্যরূপ দুগ্ধের পিপাসাতে পিপাসু হও; কেননা প্রভু দয়ালু, ইহার আস্বাদ তোমরা পাইয়াছ। ১ পি। ২; ১—৩।

২। আমরা সকলে অশুচি দ্রব্যের তুল্য হইয়াছি, ও আমাদের তাবৎ ধর্ম্মকর্ম্ম অশুচি বস্ত্রের ন্যায়; আমরা সকলে ম্লান পত্রস্বরূপ, ও আমাদের অপরাধ বায়ুর ন্যায় আমাদিগকে লইয়া যায়। যিশ। ৬৪; ৬।

৩। ঈশ্বরের প্রজা দুই দোষ করিয়াছে, অমৃত জলের উনুইস্বরূপ যে তিনি, তাহাকে ত্যাগ করিয়াছেন; অধিকন্তু আপনাদের নিমিত্তে কূপ অর্থাৎ ভগ্ন ও জল ধারণে অশক্ত কূপ খুদিয়াছে। যিরি। ২; ১৩।

৪। সিরাফগণের এক জন যজ্ঞবেদিহইতে চিমটা দ্বারা একখান প্রজ্বলিত অঙ্গার লইয়া উড়িয়া আমার কাছে আইল; এবং আমার মুখে তাহা স্পর্শ করিয়া কহিল, দেখ, তোমার ওষ্ঠাধরে এই অঙ্গার স্পর্শ হওয়াতে তোমার অধর্ম্ম দূর হইল, ও তোমার পাপ-মোচন হইল। যিশ। ৬; ৬, ৭।

৫। খ্রীষ্টের নিকটে আমাদিগকে লইয়া যাইতে ঐ ব্যবস্থা শিশুপালক দাসের ন্যায় আমাদের উপরে নিযুক্ত ছিল। গল। ৩; ২৪, ২৫।

৬। হরিণ যেমন জলস্রোতের আকাঙ্ক্ষা করে, আমার প্রাণ তদ্রূপ ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষা করিতেছে; ঈশ্বরের নিমিত্তে, অর্থাৎ অমর ঈশ্বরের কারণ আমার প্রাণ তৃষ্ণার্ত্ত হইতেছে। গীত। ৪২; ১, ২।

৭। পরমেশ্বরের নাম দৃঢ় দুর্গস্বরূপ; ধার্ম্মিকগণ তাহাতে পলায়ন করিয়া রক্ষা পায়। হিত। ১৮; ১০।

৮। কূশীয় লোক কি আপনার বর্ণ প্রকারান্তর করিতে পারে? ও ব্যাঘ্র কি আপন চিত্র বিচিত্র প্রকারান্তর করিতে পারে? তাহা হইলে দুষ্কর্ম্মে শিক্ষিত যে তোমরা, তোমরাও সৎকর্ম্ম করিতে পার। যির। ১৩; ২৩।

৯। যে জন জয় করে, তাহাকে আমি (যীশু)

আপন ঈশ্বরের মন্দিরস্থ স্তম্ভ করিব, সে আর কখন বহির্ভূত হইবে না; এবং আমি তাহার উপরে আমার ঈশ্বরের নাম লিখিব, এবং আমার ঈশ্বরের যে নগরী, অর্থাৎ স্বর্গ হইতে, বরং আমার ঈশ্বরের নিকটহইতে যে নূতন যিরূশালম নামিবে, তাহার নাম, এবং আমার নূতন নাম লিখিব। প্র। ৩; ১২।

১০। পিতা যেমন আমার নিমিত্তে এক রাজ্যের অধিকার নিরূপণ করিয়াছে, আমিও (যীশু) তেমনি তোমাদের জন্য এই অধিকার নিরূপণ করি। লূক। ২২; ২৯।

১১। আমি তোমাদিগকে যেং আজ্ঞা দিতেছি, তাহা যদি পালন কর, তবে তোমরা আমার বন্ধু। যো। ১৫; ১৪। মানুষের বন্ধু কখন ক্ষতি করে, কিন্তু ভ্রাতা অপেক্ষা প্রেমাসক্ত এক বন্ধু আছে। হিত। ১৮; ২৪।

১২। অন্ধকারের মধ্যহইতে দীপ্তিকে উদয় পাইতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন যে ঈশ্বর, তিনি আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যে উদয় পাইয়া, যীশু খ্রীষ্টের মুখমণ্ডলে বিরাজমান যে ঈশ্বরের তেজ, তদ্বিষয়ক জ্ঞানের দীপ্তি প্রকাশ করেন; আর পরাক্রমের গৌরব যেমন আমাদের না হইয়া ঈশ্বরের হয়, এই

জন্যে আমাদিগকে মৃণ্ময় ভাণ্ডে সেই নিধি রক্ষা করিতে হয়। ২কর। ৪; ৬, ৭।

১৩। জিহ্বা ক্ষুদ্রাঙ্গ বটে, কিন্তু মহাদর্পের কথা কহে; দেখ, অল্প অগ্নি কত বড় বনকে প্রজ্বলিত করে! জিহ্বা ও অগ্নি এবং জগৎ পাপারণ্য স্বরূপ; আমাদের অঙ্গ মধ্যে জিহ্বা তদ্রূপ হইয়া তাবৎ শরীরকে কলঙ্কযুক্ত করে, ও সৃষ্টিরথের চক্রকে প্রজ্বলিত করে, এবং আপনি নরকানলে জ্বলিয়া উঠে। যাক। ৩; ৫, ৬।

১৪। যেমন মৃত মক্ষিকার দ্বারা বণিকের গন্ধ দ্রব্য দুর্গন্ধ ও বিকৃত হয়, তদ্রূপ অল্প অজ্ঞানতা-দ্বারা জ্ঞান ও সম্ভ্রম নিস্তেজ হয়। উপ। ১০; ১।

১৫। নূতন পিষ্টকস্বরূপ হইবার নিমিত্তে পুরাতন তাড়ি দূর করিয়া দেয়, কেননা তাড়ি তোমাদের অব্যবহার্য্য; কারণ আমাদের নিস্তারপর্ব্বীয় মেষ স্বরূপ যে খ্রীষ্ট, তিনি আমাদের নিমিত্তে বলীকৃত হইয়াছেন; অতএব আইস আমরা পুরাতন তাড়ির দ্বারা অর্থাৎ শঠতা ও দুষ্টতারূপ তাড়ির দ্বারা নয়, কিন্তু তাড়িশূন্য রুটীর দ্বারা অর্থাৎ সরলতা ওসত্যতার দ্বারা পর্ব্ব পালন করি। ১ কর। ৫; ৭, ৮।

১৬। যে বণিক্ উত্তম মুক্তা অন্বেষণ করিতে২

এক মাহামূল্য মুক্তা দেখিলে আপন সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া তাহা ক্রয় করে স্বর্গরাজ্য এমত বণিকের সদৃশ। মথি। ১৩; ৪৫, ৪৬।

১৭। তুমি ঈশ্বর পরাক্রমেতে বেষ্টিত হইয়া আপন শক্তি দ্বারা পর্ব্বতগণকে দৃঢ় করিয়া থাক; এবং সমুদ্রের গর্জ্জন ও তরঙ্গের শব্দে ও লোকারণ্যের কোলাহল নিবারণ করিয়া থাক। ৬৫; ৬, ৭, ৮।

১৮। আমিই (যীশু) স্বর্গহইতে অবতীর্ণ জীবন-দায়ক খাদ্য; এই খাদ্য যে জন খাইবে, সে নিত্য-জীবী হইবে এবং আমি যে খাদ্য দিব, সে আমার মাংস; আমি জগতের জীবনার্থে তাহাই দিব। যো। ৬; ৫১।

১৯। ঈশ্বরের আগমনের দিন কে সহ্য করিতে পারিবে? ও তিনি দর্শন দিলে কে দাঁড়াইতে পারিবে? কেননা তিনি ধাতু পরিষ্কারকের অগ্নি ও রজকের ক্ষার স্বরূপ হইবেন; তিনি রূপা পরিষ্কা-রকের ও শোধকের ন্যায় বসিয়া লেবি শন্তানদিগকে শুদ্ধ করিবেন। মালি। ৩; ২, ৩।

২০। ঈশ্বরের বাক্য সচেতন, ও প্রভাবিশিষ্ট ও তাবৎ দ্বিধার খড়্গ অপেক্ষা তীক্ষ্ণ, এবং প্রাণ ও আত্মা, এবং গ্রন্থি ও মজ্জা, এই সকলের পরিভেদ

পর্য্যন্ত বিচ্ছেদকারি, এবং মনের সংকল্প ও অভি-
প্রেতের বিচারক। ইব্র। ৪; ১২।

২১। পৃথিবী যদ্যপি টলে ও পর্ব্বতগণ সমুদ্রের
মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়; এবং তাহার তরঙ্গ ঘোর গর্জন
করিয়া বেগে চলে, ও এক নদী আছে, তাহার
প্রবাহদ্বারা ঈশ্বরের নগর ও সর্ব্বোপরিস্থের বাসস্থা-
নুরূপ ধর্ম্মধাম আনন্দিত হয়। গীত। ৪৬; ২—৪।

২২। দিবসে সূর্য্য তোমাকে আর আলো দিবে না,
এবং রাত্রিতে চন্দ্রের তেজ তোমাকে আর জ্যোৎস্না
দিবে না, কিন্তু পরমেশ্বর তোমার নিত্য আলোক
স্বরূপ হইবেন, এবং তোমার ঈশ্বরই তোমার তেজ
স্বরূপ হইবেন; তোমার সূর্য্য আর অস্তগত হইবে না,
তোমার চন্দ্র আর ক্ষীণ হইবে না; কেননা পরমেশ্বর
তোমার নিত্য আলোক স্বরূপ হইবেন, এবং তোমার
শোকেরদিন অবসান হইবে। যিশ। ৬০; ১৯, ২০।

২৩। আমাদের নিমিত্তে এক বালক জন্মিবে, ও
আমাদিগকে এক পুত্র দত্ত হইবে; ও তাঁহার স্কন্ধের
উপরে কর্ত্তৃত্বভার সমর্পিত হইবে; ও তাঁহার নাম
আশ্চার্য্য ও মন্ত্রী ও বলবান্ ঈশ্বর ও অনন্তকালীয়
পিতা ও শান্তিরাজ হইবে। যিশ। ৯; ৬।

২৪। যে কেহ আমার নিকটে আসিয়া আমার

কথা শুনিয়া তদনুসারে কর্ম্ম করে, সে কাহার সদৃশ তাহা আমি (যিশু) তোমাদিগকে জানাই; সে এমত ব্যক্তির সদৃশ যে গৃহ নির্ম্মাণের সময় গভীর খনন করিয়া পাষাণের উপরে ভিত্তিমূল স্থাপন করিল; পরে বন্যা আসিয়া তাহার মূলে বেগেতে জলস্রোত বহাইলেও সে গৃহ হেলাইতে পারিল না; কারণ পাষাণের উপরে তাহার ভিত্তিমূল স্থাপিত ছিল; কিন্তু যে কেহ আমার কথা শুনিয়া পালন ন করে, সে এমন এক ব্যক্তির সদৃশ যে ভিত্তিমূল বিনা মৃত্তিকার উপরে গৃহ নির্ম্মাণ করিল; পরে তাহার মূল জলস্রোত বেগেতে বহিলে সে গৃহ তৎক্ষণাৎ পড়িয়া গেলে ও তাহার ঘোরতর ভঙ্গ হইল। লু। ৬; ৪৭—৪৯।

২৫। যাহারা এই সংসার ব্যবহারি, তাহারা তাহার কুব্যবহার না করুক, যেহেতুক এই জগতের কৌতুক অতীত হইতেছে। ১ কর। ৭; ৩১।

২৬। বিশ্বাসের আদিকর্ত্তা ও সাধনকর্ত্তা যীশুর প্রতি দৃষ্টি রাখি; তিনি আপনার সম্মুখস্থ ক্রুশায় আনন্দ প্রাপ্তির নিমিত্তে অপমান তুচ্ছ বোধ পূর্ব্বক মৃত্যু সহ্য করিয়া ঈশ্বরের সিংহাসনের দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়াছেন। ইব্রি। ১২; ২।

২৭। তুমি ধনের প্রতি কেন লোভদৃষ্টি করিতেছ? সে থাকে না: যেমন উৎক্রোশ পক্ষী আকাশে উড়ে তদ্রূপ সে পাখাবিশিষ্ট হইয়া উড়িয়া যায়। হিত। ২৩; ৫।

২৮। হে তৃষিত লোক সকল, তোমরা জলের কাছে আইস; হে অর্থহীন সকল, তোমরা আসিয়া খাদ্য ক্রয় কর, ও ভোজন কর; তোমরা আসিয়া রূপা ব্যতিরেকে খাদ্য, ও বিনা মূল্যে দ্রাক্ষারস ও দুগ্ধ ক্রয় কর। যিশ। ৫৫; ১।

২৯। জ্ঞানশূন্য মনুষ্য কি জ্ঞানবান্‌রূপে গণিত হইবে? তবে বনগর্দ্দভ কেন মনুষ্য হইবে না? যুব। ১১; ২১। তোমরা অশ্ব ও অশ্বতরের ন্যায় নির্ব্বোধ হইও না, তাহাদের দমনার্থক ভূষণ রূপে বল্গা ও লৌহকবীয় তাহাদিগকে দেওয়া যায়, নতুবা তোমার নিকটে থাকে না। গীত। ৩২; ৯।

৩০। তোমরা যেন অদ্যকার মত পরমেশ্বরের বিশেষ লোক হও; এই জন্যে পরমেশ্বর লৌহকুণ্ড হইতে অর্থাৎ মিসরদেশহইতে তোমাদিগকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন। দ্বি। ৪; ২০।

জুলাই।

১। কাকদের বিষয় বিবেচনা কর; তাহারা বুনে না ও কাটে না; তাহাদের ভাণ্ডার নাই; এবং গোলাঘরও নাই; তথাপি ঈশ্বর তাহাদিগকে আহার দিতেছেন; তোমরা কি পক্ষিগণ হইতেও শ্রেষ্ঠ নহ? লূক। ১২; ২৪।

২। জ্ঞানবান্ লোকেরা যেমন মরে, তদ্রূপ অজ্ঞান ও পশুবৎ লোক বিনষ্ট হয়, ও অন্যদের হস্তে ধন ত্যাগ করে; তাহাদের বাটী চিরকাল ও গৃহ পুরুষানুক্রমে থাকিবে, এবং তাহাদের ভূমি সকল তাহাদের নামে বিখ্যাত থাকিবে, ইহা তাহাদের মনের অভিপ্রায়; তাহারা মেষের ন্যায় পরলোকে চালিত হয়, ও মৃত্যু তাহাদিগকে গ্রাস করে; ধার্ম্মিকগণ প্রভাতেই তাহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবে, পরলোকরূপ বাসস্থানে তাহাদের সৌন্দর্য্য নষ্ট হইবে। গীত। ৪৯; ১০, ১১, ১৪।

৩। মত্ত ও পেটুক দরিদ্রতা পায়, এবং নিদ্রালুতা মনুষ্যকে জীর্ণবস্ত্র পরিধান করায়। হিত। ২৩; ২১।

৪ । ঈশ্বর আপন লোকদের তাবৎ পাপ সমুদ্রের গভীর স্থানে নিক্ষেপ করিবে। মীখা । ৭; ১৯ ।

৫ । দেখ, আমি দ্বারে দাঁড়াইয়া আঘাত করিতেছি; কেহ যদি আমার রব শুনিয়া দ্বার খুলিয়া দেয়, তবে আমি প্রবেশ করিয়া তাহার সহিত ভোজন করিব, এবং সেও আমার সহিত ভোজন করিবে । প্র । ৩; ২০ ।

৬ । ঈশ্বরের গ্রাহ্য বলি ভগ্ন আত্মা; হে ঈশ্বর, তুমি ভগ্ন ও চূর্ণ অন্তঃকরণকে তুচ্ছ করিবা না । গীত । ৫১; ১৭ ।

৭ । অনাদি ঈশ্বর তোমাদের আশ্রয়, ও তাঁহার অনন্তস্থায়ি বাহু তোমাদের অবলম্ব । দ্বি । ৩৩; ২৭ । পরমেশ্বর এই কথা কহেন, যে জন মনুষ্যকে বিশ্বাস করে, ও মর্ত্যকে আপনার বাহু জ্ঞান করে, ও যাহার মন পরমেশ্বর হইতে বিমুখ হয়, সে শাপগ্রস্ত; সে মরুভূমিস্থিরত শুষ্ক বৃক্ষের ন্যায় হইয়া আগামি মঙ্গলের দর্শন পাইবে না, কিন্তু প্রস্তরের উত্তপ্ত স্থানে ও নরশূন্য লবণময় ভূমিতে থাকিবে । যিরূ । ১৭; ৫, ৬ ।

৮ । তোমরা পাপিলোক আপনাদের পিতা শয়তানের সন্তান, এবং তোমাদের সেই পিতার অভি-

লাষ সকল পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিতেছ; সে প্রথমা-
বধি মনুষ্যঘাতক। যো। ৮; ৪৪।

৯। খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাস করাতে তোমরা সক-
লেই ঈশ্বরের সন্তান হইয়াছ; তোমরা যত লোক
খ্রীষ্টের নামে বাপ্তাইজিত হইয়াছ, সকলে খ্রীষ্টকে
পরিধান করিয়াছ; ইহাতে যিহূদী ও ভিন্নজাতীয়
এবং দাস ও স্বাধীন, এবং স্ত্রী ও পুরুষ লোকের
মধ্যে কোন বিচ্ছেদ নাই, কেননা যীশু খ্রীষ্টেতে
তোমরা সকলে একই; এবং তোমারা যদি খ্রীষ্টের
হও, তবে সুতরাং ইব্রাহীমের বংশ ও সেই প্রতি-
জ্ঞানুসারে ধনাধিকারি। গল। ৩; ২৬—২৯।

১০। ধর্ম্ম যীশুর ঊরুদেশের পটুকা ও বিশ্বস্ততা
তাঁহার কটিবন্ধ হইবে; তৎকালে কেন্দুয়া ব্যাঘ্র মেষ
শাবকের সহিত একত্র বাস করিবে, ও চিতা ব্যাঘ্র
ছাগবৎসের সহিত শয়ন করিবে, এবং বাছুর ও
হৃষ্টপুষ্ট পশু ও সিংহের বৎস একত্র থাকিবে, এবং ক্ষুদ্র
বালক তাহাদিগকে লইয়া যাইবে; গো ও ভল্লূকী
এক স্থানে চরিবে ও তাহাদের বৎস সকল এক স্থানে
শয়ন করিবে, এবং স্তন্যপায়ি বালক কেউটিয়া সর্পের
গর্ত্তের উপরে খেলা করিবে, ও স্তন্যত্যাগি বালক
কৃষ্ণ সর্পের বাসায় হস্ত দিবে। যিশ। ১১; ৫—৮।

১১। পাপির জিহ্বা তীক্ষ্ণ ক্ষুরের ন্যায় খলতা করিয়া ক্ষতি করিয়াছে। গীত। ৫২; ২।

১২। আমি অলসের ক্ষেত্র দিয়া ও অজ্ঞানের দ্রাক্ষাক্ষেত্র দিয়া গিয়াছিলাম; দেখ, তাহার সর্ব্বত্র কাঁটা ও বিছুটিতে ব্যাপ্ত ছিল, ও তাহার প্রস্তরময় প্রাচীর ভগ্ন ছিল; আর অল্পকাল নিদ্রা ও অল্প কাল তন্দ্রা ও অল্পকাল শয়নে হস্ত জড়সড় করিলে, তোমার দৈন্য দস্যুর ন্যায় ও তোমার দীনতা সুসজ্জ সেনার ন্যায় উপস্থিত হইবেক। হিত। ২৪; ৩০, ৩৪।

১৩। যেমন শুষ্ক ভূমিতে চারার মূল, তদ্রূপ যীশু তাঁহার দৃষ্টিতে বৃদ্ধি পাইলেন; আমরা যে তাঁহাকে মান্য করি, তাঁহার এমত রূপ ও সৌন্দর্য্য ছিল না; এবং আমরা যে তাঁহাকে প্রিয় জ্ঞান করি, তাঁহার এমত আকৃতি ছিল না। যিশ। ৫৩; ২।

১৪। গগণমণ্ডলস্থ তারা সকল প্রবল বায়ুতে চালিত ডুম্বুর বৃক্ষ হইতে পতিত অপক্ক ফলের ন্যায় পৃথিবীতে পতিত হইল; এবং আকাশ মণ্ডল সংকুচ্যমান গ্রন্থের ন্যায় অন্তর্হিত হইল, এবং পর্ব্বত ও দ্বীপ সকল স্থানান্তরে চালিত হইল; এবং পৃথিবীস্থ রাজারা ও মহল্লোক ও ধনিগণ ও সহস্র-

পণ্ডিতগণ ও পরাক্রমিবর্গ এবং দাস ও স্বাধীন লোক সকল গুহাতে ও পর্ব্বতীয় শৈলে আপনাদিগকে লুক্কায়িত করিয়া কহিতে লাগিল। প্র। ৬; ৩—১৫।

১৫। যিহূদার পাপ লৌহকলম ও হীরকের অগ্রভাগদ্বারা তাহাদের হৃদয়পত্রে ও যজ্ঞবেদির চূড়াতে লিখিত থাকে। যির। ১৭; ১।

১৬। কপটের বদন নবনীত হইতে কোমল বটে, কিন্তু তাহাদের মনের মধ্যে সংগ্রাম থাকে; এবং তাহাদের বাক্য তৈল অপেক্ষা স্নিগ্ধ বটে, তথাপি তাহা নিষ্কোষ খড়্গের তুল্য। গীত। ৫৫; ২১।

১৭। রূপার পাত্রে যেমন সুবর্ণ ফল, উপযুক্ত সময়ে সৎকথা তদ্রূপ হয়। হিত। ২৫; ১১।

১৮। তাবৎ পরিচর্য্যা কর্ম্মের সাধনার্থে ও খ্রীষ্টের শরীরের নিষ্ঠার্থে পবিত্র লোকদিগকে সুস্থির করিবার এই উপায় ঈশ্বর নিরূপণ করিয়াছেন; আমরা যেন আর বালক না থাকি, এবং মনুষ্যদের চাতুরী ও ভ্রান্তিজনক ছলের ধূর্ত্ততারূপ তরঙ্গময় সমুদ্রে ভাসিয়া তাবৎ প্রকার শিক্ষাবায়ুতে চালিত না হই। ইফি। ৪; ১৩, ১৪।

১৯। বৃক্ষ ছিন্ন হইলে সে পুনর্ব্বার পল্লবিত ও

তাহার শাখার অভাব হইবে না, বৃক্ষেতে এমত আশা থাকে; যদ্যপি মৃত্তিকাতে তাহার মূল প্রাচীন হয় ও ভূমিতে তাহার গুঁড়ি মৃতকল্প হয়, তথাচ জল সেচন পাইলে পল্লবিত হয়, এবং রোপিত বৃক্ষের ন্যায় শাখাবিশিষ্ট হয়; কিন্তু মনুষ্য মরিলেই ক্ষয় পায়; মর্ত্ত্য প্রাণত্যাগ করিয়া কোথায় থাকে? সমুদ্র হইতে যেমন তরঙ্গ চলিয়া যায়, ও নদী যেমন শুষ্ক হইয়া মজিয়া যায়, তদ্রূপ যাবৎ আকাশ লুপ্ত না হয়, তাবৎ মনুষ্য কবরে শয়ন করিয়া উঠে না ও মহানিদ্রাহইতে জাগৃত হয় না। যুব। ১৪; ৭—১১।

২০। যাহারা পণ পাইতে দৌড়ে, তাহারা সকলেই দৌড়ে, কিন্তু কেবল এক জন সেই পণ পায়, ইহা কি তোমরা জান না? তোমরাও যাহাতে পণ প্রাপ্ত হও, এমতরূপে দৌড়; বরঞ্চ শরীরকে দমন করিয়া আপন বশে রাখিতেছি, পাছে অন্যের প্রতি সুসমাচার প্রচার করিয়া অবশেষে আপনি অগ্রাহ্য হই। ১ কর। ৯; ২৪—২৬।

২১। তুমি (ঈশ্বর) আমার ভ্রমণ গণনা করিতেছ, ও আমার নেত্রজল আপনার পাত্রে রাখিতেছ; তাহা কি তোমার পুস্তকে লিখিত নাই? গীত। ৫৬; ৮।

২২। যে কেহ প্রতিবাসির বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, সে গদা ও খড়্গ ও তীক্ষ্ণ বাণস্বরূপ। হিত। ২৫; ১৮।

২৩। প্রত্যাশা আমাদের মনের অটল গুরুতর লঙ্গরস্বরূপ। ইব্রি। ৬; ১৯।

২৪। যীশু এক ক্ষুদ্র বালককে আপনার নিকটে ডাকিয়া তাদের মধ্যে রাখিয়া কহিলেন, যে কেহ এই ক্ষুদ্র বালকের সদৃশ আপনাকে নম্র করে, সেই স্বর্গরাজ্যের শ্রেষ্ঠ। মথি। ১৮; ২, ৪।

২৫। কেশবেশ ও স্বর্ণাভরণ ও সুন্দর পরিচ্ছদ ইত্যাদি যে বাহ্য ভূষণ তাহা নয়, কিন্তু ক্ষমার ও শান্তিভাবের অক্ষয় শোভাবিশিষ্ট যে অন্তঃকরণের গুপ্তমনুষ্য, সে স্ত্রীলোকদের ভূষণ হউক, কেননা তাহাই ঈশ্বরের সাক্ষাতে বহুমূল্য। ১ পি। ৩; ৩, ৪।

২৬। পাপিগণ জন্মাবধি বিপথগামী হয়, এবং ভূমিষ্ঠ হওনাবধি মিথ্যা কহিয়া ভ্রমণ করে; এবং বধির কালসর্প যেমন কর্ণ রোধ করিয়া তীক্ষ্ণ মন্ত্রবাদি সর্পবৈদ্যের রব শুনে না, তাহারাও তদ্রূপ। গীত। ৫৮; ৩, ৫, ৮।

২৭। যেমন ভগ্ন দন্ত ও খঞ্জ চরণ, তদ্রূপ কষ্টের সময়ে প্রতারক লোকেতে বিশ্বাস। হিত। ২৫; ১৯।

২৮। ঈশ্বর পিতৃহীনদের পিতা ও বিধবাদের বিচারকর্ত্তা হইয়া আপন পবিত্র বাসস্থানে থাকেন। গীত। ৬৮; ৫। হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা যেন দণ্ডপ্রাপ্ত নাহও, এই জন্যে পরস্পর গ্লানি করিও না; দেখ, বিচারকর্ত্তা দ্বারসমীপে দণ্ডায়মান আছেন। যাক। ৫; ৯।

২৯। পর্ব্বতও পড়িয়া চূর্ণ হয়, এবং পাষাণও আপন স্থানে জীর্ণ হয়; এবং জলধারা প্রস্তরও ক্ষয় পায়, এবং জল প্লাবন দ্বারা মৃত্তিকাও ভাসিয়া যায়, তদ্রূপ তুমি ঈশ্বর মনুষ্যদিগের প্রত্যাশা ক্ষয় করিতেছ; তুমি নিত্য ২ তাহাকে আক্রমণ করিলে সে স্থানান্তরে যায়, ও তুমি তাহার মুখের বিকার করিয়া তাহাকে দূর করিতেছ। য়ুব। ১৪; ১৮—২০।

৩০। ইব্রাহীমের দুই পুত্র ছিল, এক দাসীর গর্ভজাত; অন্য পুত্র পত্নীর গর্ভজাত; তাহাদের মধ্যে দাসীর যে পুত্র সে ধারানুসারে জন্মিয়াছিল; এবং পত্নীর যে পুত্র সে প্রতিজ্ঞানুসারে জন্মিয়াছিল; ইহা দৃষ্টান্তস্বরূপ, অর্থাৎ ঐ দুই স্ত্রী দুই ধর্ম্মনিয়মের দৃষ্টান্ত; তাহার মধ্যে এক নিয়ম সীনয় পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন দাসত্বজনক, সে হাজিরা; যেহেতুক হাজিরা অর্থে আরবীয়া দেশস্থ সীনয়পর্ব্বতকে বুঝায়; এবং সে আপনার বালকদের সহিত দাসত্বে থাকাতে

বর্ত্তমান যিরূশালম নগরী, সেই পত্নী এবং আমাদের সকলের জননী। গল। ৪; ২২—২৬।

৩১। শান্তি না হইলেও তাহারা শান্তি২ বলিয়া, আমার লোকদিগকে ভ্রান্ত করে; এবং আমার লোক কাঁচা ভিত্তি নির্ম্মাণ করিলে তাহারা কাঁচা গারাদ্বারা তাহা লেপন করে; অতএব যাহারা কাঁচা গারাদ্বারা তাহা লেপন করে, তাহাদিগকে বল, তাহা পতিত হইবে, কেননা প্লাবনকারি বৃষ্টি আসিবে, এবং বৃহৎ শীল পড়িবে, ও প্রচণ্ড ঝড় তাহা বিদীর্ণ করিবে। যিহি। ১৩; ১০, ১১।

আগষ্ট।

১। যে বাবিল নগর তাবৎ রাজ্যের রত্ন ও কসদীয়দের দর্পজনক ভূষণস্বরূপ, সে সিদোম ও আমরার ন্যায় ঈশ্বরের হস্তদ্বারা উচ্ছিন্ন হইবে। যিশ। ১৩; ১৯।

২। আমি যিরূশালমের উপর শোমিরণের সূত্র ও আহাব্ বংশের ওলন বিস্তার করিব; যেমন কেহ কোন পাত্র পরিষ্কার করিয়া উল্টায় তদ্রূপ আমি যিরূশালমকে পরিষ্কার করিব। ২ রা। ২১; ১৩।

৩। মনুষ্যদের কিম্বা স্বর্গীয় দূতগণের ভাষাবাদী হইলেও, যদি আমার প্রেম না থাকে, তবে আমি কেবল শব্দকারক পিতল ও নিনাদি ভেরীস্বরূপ হই। ১ কর। ১৩; ১।

৪। ভোঁতা লৌহাস্ত্রে শাণ না দিলে অধিক বলের প্রয়োজন হয়, কিন্তু কর্ম্মসিদ্ধ করিতে জ্ঞান ফল-দায়ক হয়। উপ। ১০; ১০।

৫। সূর্য্যের যে উজ্জ্বল তেজ মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত উত্তর ২ বৃদ্ধি পায়, ধার্ম্মিকদের পথ তাহার ন্যায়। হিত। ৪; ১৮। যে কেহ জ্ঞানের পথ ছাড়িয়া ভ্রমণ করে, সে প্রেতের সভাতে থাকিবে। হিত। ২১; ১৬।

৬। ছিন্নতৃণ ক্ষেত্রে বৃষ্টির ন্যায় এবং ভূমি সিঞ্চনকারি জলসম্পাতের ন্যায় যীশু আগমন করিবেন; তাঁহার সময়ে ধার্ম্মিক লোক প্রফুল্ল হইবে, এবং চন্দ্রের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত বহুতর মঙ্গল হইবে; মরুভূমিনিবাসিরা তাঁহার সম্মুখে হাঁটু পাতিবে, ও তাঁহার শত্রুগণ ধূলা চাটিবে। গীত। ৭২; ৬—৯।

৭। তোমার শত্রু যদি ক্ষুধিত হয়, তবে তাহাকে অন্ন ভোজন করাও; এবং যদি তৃষ্ণাযুক্ত হয়, তবে তাহাকে জলপান করাও; তাহাতে তুমি তাহার মস্তকে জলদগ্নি রাশি করিয়া রাখিবা। হিত। ২৫; ২১, ২২।

৮। যীশু ধার্ম্মিকদের মস্তকস্বরূপ, এবং তাঁহাহইতে আপন২ পরিমাণানুসারে এক২ অঙ্গের সাহায্যে উপকারক সন্ধি সকলদ্বারা সমস্ত শরীর সংযুক্ত ও সংসক্ত হইয়া প্রেমে নিষ্ঠা পাইতে২ আপনার বৃদ্ধি সাধন করিতেছে। ইফ। ৪; ১৬।

৯। তোমার (মৃত্যু রাজা) আগমনের অপেক্ষাতে অধঃস্থ পরলোক চালিত হইয়া তোমার নিমিত্তে তাবৎ বীরগণকে ও পৃথিবীর তাবৎ পরাক্রান্ত লোককে সচেতন করে, ও তাবৎ জাতীয়দের রাজগণকে আপন২ সিংহাসনহইতে উঠায়; তাহারা সকলে তোমার নিকটে আসিয়া কহে, ওহে তুমি, তুমিও আমাদের মত দুর্ব্বল হইলা; তুমিও আমাদের সমান হইলা; তোমার ঐশ্বর্য্য ও তোমার যন্ত্রের মধুর বাদ্য কবরে নামিয়া গেল, এবং কীট তোমার খট্টা ও কৃমি তোমার আচ্ছাদন বস্ত্র হইল; কিন্তু তুমি কুৎসিত শাখার ন্যায় আপন কবরস্থানহইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছ, এবং হত ও খড়্গে বিদ্ধ ও খাতের প্রস্তরে নিক্ষিপ্ত লোকদ্বারা বেষ্টিত ও পদে দলিত শবের তুল্য হইয়াছ। যিশ। ১৪; ৯—১১, ১৯।

১০। বৃষগণের ও ছাগদের রক্ত এবং গাভীভস্মের

প্রক্ষেপ যদি অশুচি লোকদিগকে শরীরের শুচি-স্বার্থে পবিত্র করে, তবে যিনি অনন্তজীবী আত্মাদ্বারা নির্দ্দোষ বলিরূপে আপনাকে ঈশ্বর উদ্দেশে দান করিলেন, সেই খ্রীষ্টের রক্ত অমর ঈশ্বরের সেবা করণার্থে তোমাদের মনকে মৃত্যুবৎ ক্রিয়াহইতে পবিত্র করিবে, ইহা কি আরও নিশ্চয় নয়? ইব্রি। ৯; ১৩, ১৪।

১১। দেশের মধ্যে পর্ব্বতগণের শিখরে প্রচুর শস্য হইবে, তাহার শীষ লিবানোনের ন্যায় দোলায়-মান হইবে; এবং নগরনিবাসিরা পৃথিবীস্থ তৃণের ন্যায় প্রফুল্ল হইবে। গীত। ৭২; ১৬।

১২। মনুষ্য যদি সমুদয় জগৎ লাভ করিয়া আপন প্রাণ হারায়, তবে তাহার কি ফল দর্শিবে? কিম্বা মনুষ্য আপন প্রাণের পরিবর্ত্তে কি দিতে পারে? মা। ৮; ৩৬, ৩৭।

১৩। পত্রিকা গ্রহণ সময়ে ঐ চারি প্রাণি চত্ত-র্ব্বিংশতি প্রাচীন লোক মেষশাবকের সাক্ষাতে উবুড় হইয়া পড়িল; তাহাদের প্রত্যেকের হস্তে বীণা ও সুগন্ধি ধূপে পরিপূর্ণ স্বর্ণময় পাত্র ছিল; সেই ধূপ পবিত্র লোকেদের প্রার্থনাস্বরূপ। প্র। ৫; ৮। হে ঈশ্বর, তোমার সম্মুখে আমার প্রার্থনা

সুগন্ধি ধূপের ন্যায় ও আমার কৃতাঞ্জলি সন্ধ্যাকালীয় নৈবেদ্যের ন্যায় গ্রাহ্য হউক। গীত। ১৪১; ২।

১৪। পরমেশ্বর ক্রোধেতে ধীর ও পরাক্রমে মহান্ তিনি দোষিকে নির্দ্দোষ করেন না; ঘূর্ণবায়ুও ঝড় পরমেশ্বরের পথ, এবং মেঘ তাঁহার পদধূলীস্বরূপ। নু। ১; ৩।

১৫। প্রবদ্ধ হইয়া জাগ্রৎ থাক, যেহেতুক তোমাদের বিপক্ষ শয়তান গর্জ্জনকারি সিংহের ন্যায় বেড়াইয়া কাহাকে গ্রাস করিবে, তাহা অন্বেষণ করিতেছ। ১ পি। ৫; ৮।

১৬। অন্য সহস্র দিন অপেক্ষা তোমার মন্দিরের প্রাঙ্গনে এক দিনও উত্তম, এবং দুষ্টগণের তাম্বুতে বাস করা অপেক্ষা বরং ঈশ্বরের গৃহের বর্হির্দ্বারে বসিয়া থাকা আমার ভাল বোধ হয়। গীত। ৮৪; ১০।

১৭। হে মৃত্যো, তোমার হুল কোথায়? হে পরলোক, তোমার জয় কোথায়? আর মৃত্যুর হুল পাপ ও পাপের বল ব্যবস্থা। ১ কর। ১৫; ৫৫,৫৬।

১৮। আমি এক বৃহৎ শুভ্র সিংহাসন ও তদুপবিষ্ট ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলাম; তাহার সম্মুখহইতে পৃথিবী ও আকাশমণ্ডল পলায়ন করিল, লোক ঈশ্বরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল; পরে

একটা গ্রন্থ খোলা গেল, এবং জীবনপুস্তক নামে অন্য এক গ্রন্থ খোলা গেল, এবং মৃতলোকেরা গ্রন্থগণে লিখিত প্রমাণে আপনাদের কর্ম্মানুসারে বিচারিত হইল; এবং সমুদ্র আপনার মধ্যবর্ত্তি মৃতগণকে সমর্পণ করিল এবং মৃত্যু ও পরলোক আপনাদের মধ্যবর্ত্তি মৃতগণকে সমর্পণ করিল, এবং তাহারা প্রত্যেক জন আপন২ কর্ম্মানুসারে বিচারিত হইল। প্র। ২০; ১১—১৩।

১৯। স্ত্রীজাত মনুষ্য কি পুণ্যবান্ হইতে পারে? দেখ, ঈশ্বরের আপনার পুণ্যবান্ লোকেতেও বিশ্বাস করেন না, তাহার দৃষ্টিতে আকাশও নির্ম্মল নহে; তবে জলের ন্যায় অধর্ম্মপায়ি মনুষ্যজাতি কেমন নিন্দনীয় ও মলিন। যুব। ১৫; ১৪—১৬।

২০। যখন বালক ছিলাম, তখন বালকের ন্যায় কহিতাম, ও বালকের ন্যায় চিন্তা করিতাম, এবং বালকের ন্যায় বিচার করিতাম; কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সে সকল বালকত্ব ত্যাগ করিলাম; ইহলোকে আমরা দর্পণে অস্পষ্ট দেখিতেছি, কিন্তু তৎকালে সম্মুখাসম্মুখি হইয়া দেখিব; এখন আমার জ্ঞান খণ্ডমাত্র, কিন্তু তৎকালে আমি আপনি যেমন পরিচিত, তেমনি পরিচয় পাইব। ১ ক। ১৩; ১১, ১২।

২১। ঈশ্বর মাংসকে ধূলীর ন্যায় ও পক্ষিগণকে সমুদ্রের বালির ন্যায় য়িহুদীয়দের উপরে বর্ষাইলেন। গীত। ৭৮; ২৫—২৭।

২২। কুক্কুর আপন বমি খাইতে, ও ধৌত শূকর কর্দ্দমে লুঠিতে আর বার ফিরে, এই যে সত্য দৃষ্টান্ত কথা, ইহাই তাহাদের প্রতি ঘটিয়াছে। ১ পি। ২; ২২।

২৩। তোমাদের জীবন কি প্রকার? সে বাষ্প স্বরূপ; ক্ষণেক দৃশ্য থাকে, পরে লুপ্ত হয়। যাক। ৪; ১৩, ১৪। নাসাগ্রে যাহার প্রাণবায়ু থাকে, এমত মনুষ্যতে বিশ্বাস করিও না কেননা সে কাহার-মধ্যে গণ্য হইতে পারে? যিশ। ২; ২২। তোমরা দেশাধিপতিগণেতে ও মনুষ্যসন্তানদিগেতে করিও-না; তাহাদের নিকটে ত্রাণ নাই। গীত। ১৪৬; ৩।

২৪। হায় ২ যাহার বণিকেরা রাজতুল্য ও মহা-জনেরা চক্রবর্ত্তির তুল্য ছিল, এমত মুকুটদায়ক সোর নগরের বিপরীতে এই মন্ত্রণা কে করিয়াছে? তাবৎ ভূষণের তেজ অশুচি করণার্থে, ও চক্রবর্ত্তির তুল্য লোকদিগকে অপমানিত করণার্থে সৈন্যাধ্যক্ষ পর-মেশ্বর সেই মন্ত্রণা করিয়াছেন। যিশ। ২৩; ৮, ৯।

২৫। বহুবাক্যে দোষের অভাব নাই; অতএব যে জন আপন ওষ্ঠকে নিবৃত্ত করে, সেই বুদ্ধিমান্;

ধার্ম্মিকের জিহ্বা নির্ম্মল রূপাস্বরূপ, কিন্তু দুষ্টদের অন্তঃকরণ অল্পমূল্য; ধার্ম্মিকের ওষ্ঠাধর অনেককে ভোজন করায়। হিত। ১০; ১৯—২১।

২৬। বরং যিহুদীয় পরাঙ্মুখ হইয়া তাহাদের পূর্ব্বপুরুষের ন্যায় প্রবঞ্চনা করিল; তাহারা এক শিথিল ধনুকের ন্যায় লক্ষ্য লংঘন করিল। গীত। ৭৮: ৫৭।

২৭। অলস বলে, পথে সিংহ আছে ও রাজপথে বলবান্ সিংহ থাকে; কব্জাতে যেমন কপাট, তদ্রূপ অলস আপন শয্যাতে ফেরে; অলস পাত্রেতে হস্ত রাখিলে পুনর্ব্বার মুখে দিতে তাহার ক্লেশ বোধ হয়; সৎপরামর্শী সাত জন অপেক্ষায় অলস আপনাকে অধিক জ্ঞানবান্ করিয়া মানে। হিত। ২৬; ১৩—১৬।

২৮। দেখ, আমি স্বর্গদ্বারকে মুক্ত ও মনুষ্যপুত্রকে ঈশ্বরের দক্ষিণে দণ্ডায়মান দেখিতেছি। প্রে। ৭; ৫৬।

২৯। তুমি কহিতেছ, আমি ধনবান্ ও ঐশ্বর্য্যশালী আমার কিছুরই অভাব নাই; কিন্তু তুমিই যে দুঃখার্ত্ত ও দুর্গত ও দরিদ্র ও অন্ধ ও উলঙ্গ, ইহা জান না। প্র। ৩; ১৭।

৩০। ঈশ্বর এই সাক্ষ্য দেন, তুমি মল্কীষেদকের মতানুসারে নিত্য যাজক হইবা। ইব্রি। ৭; ১৭।

৩১। আমি (য়ীশু) শারোণের গোলাপ ও নিম্ন ভূমির শোশন্ পুষ্পস্বরূপ। পরমগীত। ২; ১।

সেপ্টেম্বর।

১। ভাক্তউপদেশকেরা লোভ প্রযুক্ত কল্পিত বাক্যদ্বারা তোমাদের হইতে অর্থলাভ করিবে; কিন্তু-পূর্ব্বাবধি নিরূপিত তাহাদের দণ্ড বিলম্ব করেনা; এবং তাহাদের বিনাশ নিদ্রাগত নহে; কিন্তু ঐ লোকেরা ধৃত ও বিনষ্ট হওনার্থে জাত অজ্ঞান প্রকৃত পশুদের ন্যায় যাহা বুঝে না, তাহার নিন্দা করিতে২ আপনাদের নষ্টামিতে নষ্ট হইয়া অধর্ম্মের ফল-পাইবে। ২। পি। ২; ৩, ১২।

২। ঈশ্বরের রাজ্যে ধনিলোকের প্রবেশ করণ অপেক্ষা বরং সূচীর ছিদ্র দিয়া উষ্ট্রের গমন সহজ। মথি। ১৯; ২৪।

৩। অনিন্দনীয় ও নিষ্কপট হইয়া কুটিল ও বিপরীতমনা লোকদের মধ্যে ঈশ্বরের নিষ্কলঙ্ক সন্তান হও। ফি। ২। ১৫।

৪। ক্লেদকে কহি, তুমি আমার পিতা ও কীট-গণকে কহি, তোমরা আমার মাতা ও ভগিনী। যুব। ১৭; ১৪।

৫। তুমি ঈশ্বর মিসরদেশহইতে এক দ্রাক্ষালতা লইয়া অন্যজাতীয়দিগকে দূর করিয়া তাহা রোপণ করিয়াছিলা; এবং ভূমি সমান করিয়া তাহার মূল-বৃদ্ধি করিয়াছিলা, তাহাতে সে তাবৎ দেশ ব্যাপিল; তাহার ছায়াতে পর্ব্বত ও তাহার শাখাতে বৃহৎ এরসবৃক্ষ আচ্ছাদিত ছিল; এবং সমুদ্র পর্য্যন্ত তাহার শাখা, ও নদী পর্য্যন্ত তাহার ডাল বিস্তারিত ছিল; তুমি কেন তাহার বেড়া এমত ভগ্ন করিলা, যে পথি-কেরা তাহার পত্র ছিঁড়ে, এবং বন্যশূকর তাহাকে নষ্ট করে, ও বন্যপশু তাহা মুড়াইয়া খাইয়া ফেলে। গীত। ৮০; ৮—১৩।

৬। যে জন পথে যাইতে২ পরের বিবাদে হস্ত দেয়, সে কুক্কুরের কর্ণগ্রাহি লোকের সদৃশ। হিত। ২৬; ১৭।

৭। মিথ্যামন্ত্র পড়িলে সর্পদংশন করে, এবং বা-চাল লোক হইতে কিছু ফল হয় না। উপ। ১০; ১১।

৮। এখন খ্রীষ্ট মহানিদ্রাগত লোকদের প্রথম-জাত ফলরূপে মৃতগণের মধ্যহইতে পুনরুত্থান করি-

য়াছেন, প্রথমে প্রথমজাত ফলস্বরূপ খ্রীষ্ট, পরে তাহার আগমন সময়ে খ্রীষ্টের লোক সকল; তৎপশ্চাৎ পরিণাম হইবে; তখন তিনি তাবৎ শাসন ও কর্ত্তৃত্ব ও পরাক্রম লোপ করিয়া আপন পিতা ঈশ্বরের নিকটে রাজ্য সমর্পণ করিবেন; কেননা যাবৎ তিনি সমুদয় শত্রুকে তাঁহার পদতলে দলিত না করেন, তাবৎ খ্রীষ্টকে রাজত্ব করিতে হইবে; যেশ শত্রু মৃত্যু। ১ কর। ১৫; ২০—২৫।

৯। যাহাদের মন অগ্নিচিহ্নিত চর্ম্মতুল্য, এমত মিথ্যাবাদিদের কাপট্যে ইহা ঘটিবে। ১ তী। ৪; ২।

১০। সমুদ্র যেমন জলেতে পরিপূর্ণ, তদ্রূপ পৃথিবী পরমেশ্বরের মহিমা বিষয়ক জ্ঞানেতে পরিপূর্ণ হইবে। হবক। ২; ১৪। ঈশ্বর আমাদের অপরাধ দূরকরেন? তুমি আপন লোকদের তাবৎ পাপ সমুদ্রের গভীর স্থানে নিক্ষেপ করিবা। মীখ। ৭; ১৯।

১১। তোমাদের মধ্যে ঈশ্বরের যে পাল আছে, তাহা চরাও; এবং তাহার তত্ত্বাবধারণ আবশ্যকতাক্রমে নয়, কিন্তু ইচ্ছুক মনে কর; এবং কুৎসিত লাভার্থেও নয়, কিন্তু প্রফুল্ল মনে কর; এবং আপনাদিগকে অধিকারের কর্ত্তা না জানিয়া পালের দৃষ্টান্ত হও; তাহাতে প্রধান পালরক্ষক উপস্থিত হইলে

তোমরা অম্লান গৌরবমুকুট পাইবা। ১ পি। ৫; ২, ৩, ৪।

১২। অনুগ্রহ ও সত্যতা পরস্পর সাক্ষাৎ করে, ধর্ম্ম ও মঙ্গল পরস্পর চুম্বন করে; পৃথিবীহইতে সত্যতার অঙ্কুর উঠে, ও স্বর্গহইতে ধর্ম্ম দৃষ্টিপাত করে। গীত। ৮৫; ১০, ১১।

১৩। যেমন কাষ্ঠের অভাবে অগ্নি নির্ব্বাণ হয়, তদ্রূপ কর্ণেজপের অভাবে বিরোধ থাকে না; যেমন জ্বলন্ত অঙ্গারের প্রতি অঙ্গার ও অগ্নির প্রতি কাষ্ঠ, তদ্রূপ বিরোধবৃদ্ধির প্রতি বিরোধী লোক। হিত। ২৬; ২০, ২১।

১৪। পৃথিবীর ধূলার মধ্যে যে অনেক লোক শয়ন করে, তাহাদের মধ্যে কেহ২ অনন্ত জীবন পাইবে, ও কেহ২ অপমান ও অনন্ত অবজ্ঞা ভোগ করিতে জাগৃত হইবে। জ্ঞানবানেরা আকাশের দীপ্তির ন্যায় দেদীপ্যমান হইবে, এবং যাহারা অনেককে ধর্ম্মপথে আনয়ন করে, তাহারা অনন্তকাল পর্য্যন্ত তারাগণের ন্যায় দেদীপ্যমান হইবে। দান। ১২; ২, ৩।

১৫। সমস্ত সৃষ্টি এখন পর্য্যন্ত প্রসববেদনার তুল্য বেদনাতে ব্যথিত হইয়া আর্ত্তস্বর করিতেছে; কেবল তাহা নয়, কিন্তু প্রথমজাত ফলস্বরূপ আত্মাকে প্রাপ্ত

হইয়াছি যে আমরা আমরাও দত্তপুত্রত্ব পদের অর্থাৎ শরীরের মুক্তির অপেক্ষা করিতে২ তদ্রূপ অন্তরে আর্ত্তস্বর করিতেছি। রোম। ৮; ২২, ২৩।

১৬। যে কেহ নিজ প্রাণ রক্ষা করিতে ইচ্ছা করে, সে তাহা হারাইবে, কিন্তু যে কেহ আমার (যীশুর) নিমিত্তে প্রাণ হারায়, তাহা রক্ষা করিবে। লূ। ৯; ২৪।

১৭। সে সময়ে আমি ঈশ্বর প্রদীপ জ্বালাইয়া যিরূশালম অনুসন্ধান করিব; আর যে লোকেরা নির্ব্বিঘ্নে আপন২ গাদের উপর বসিয়া আছে, ও মনে২ কহে, পরমেশ্বর মঙ্গল কি অমঙ্গল কিছুই করেন না, তাহাদিগকে আমি প্রতিফল দিব। সিফ। ১; ১২।

১৮। ঈশ্বরের নাসিকার নিশ্বাস দ্বারা মিসর জল গাঢ় হইল ও স্রোত সেতুর ন্যায় দণ্ডায়মান হইল, ও মধ্যসমুদ্রের গভীর জল কঠিন হইল; কিন্তু তুমি ঈশ্বর আপান নিশ্বাসদ্বারা হুঙ্কার করিলে মিসরদেশীয় লোক সমুদ্রজলে আচ্ছন্ন হইল ও গভীর জলেতে সীসার ন্যায় তলাইয়া গেল। যাত্রা। ১৫; ৮—১০।

১৯। পবিত্র আত্মা নির্ব্বাণ করিও না। ১ থিস। ৫; ১৯।

২০। স্তুতিকর ওষ্ঠ ও দুষ্টান্তঃকরণ লোক রৌপ্য-পত্রে মণ্ডিত খাপরাস্বরূপ। হিত। ২৬; ২৩।

২১। ধনিদের সম্পত্তি জীর্ণ, এবং পরিচ্ছদ কীটদ্বারা ভক্ষিত, এবং সুবর্ণ ও রৌপ্য কলঙ্কিত হইবে; এবং তাহার কলঙ্ক তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে, এবং অগ্নির ন্যায় তাহাদের মাংসকে গ্রাস করিবে; তাহারা অন্তিমকালে ধন সঞ্চয় করিয়াছে। যাক। ৫; ২, ৩।

২২। মৃগতৃষ্ণা স্থানে পুষ্করিণী হইবে, ও মরু-ভূমিতে জলের উনুই হইবে, এবং সর্পের শয়ন স্থানে তৃণ ও নল ও পাটি বৃদ্ধি পাইবে; পরমেশ্বরের মুক্ত লোকেরা ফিরিয়া আসিবে, ও জয়২ শব্দ করিতে২ সিয়োনে উত্তীর্ণ হইবে, এবং তাহাদের মস্তকে নিত্য আনন্দ স্বরূপ মুকুট থাকিবে। যিশ। ৩৫; ৭, ১০।

২৩। তদনুসারে পূর্ব্বকালীয় আচরণের যোগ্য যে পুরাতন পুরুষ ভ্রান্তিজনক অভিলাষে নষ্ট হয়, তাহাকে ত্যাগ করা, এবং মনের নূতন ভাব গ্রহণ করা, এবং সত্য ধর্ম্মের পুণ্যে ও পবিত্রতাতে ঈশ্বরের মূর্ত্ত্যনুসারে সৃষ্ট যে নূতন পুরুষ, তাহাকে পরিধান করা, তোমাদের কর্ত্তব্য। ইফি। ৪; ২২—২৪।

২৪। অবাধ্য গাভীর ন্যায় ইস্রায়েল লোক অবাধ্য

হয়; অতএব প্রশস্ত প্রান্তরে যেমন মেষশাবককে; তদ্রূপ পরমেশ্বর তাহাদিগকে চরাইলেন। হো। ৪; ১৬, ১৭।

২৫। স্বর্গের মধ্যে আমি কোন মন্দির দেখিলাম না; কারণ সর্ব্বশক্তিমান্ প্রভু পরমেশ্বর এবং মেষশাবক স্বয়ং তাহার মন্দির আছেন; আর সেই নগরে দীপ্তি দেওনার্থে চন্দ্র সূর্য্যের কিছু প্রয়োজন নাই, কারণ ঈশ্বরের তেজ তাহাকে আলোময় করে, এবং মেষশাবক তাহার দীপস্বরূপ আছেন; পরিত্রাণ প্রাপ্ত লোক সমূহ তাহার দীপ্তিতে গমনাগমন করিবে, এবং পৃথিবীর রাজারা তাহার মধ্যে আপন২ ঐশ্বর্য্য ও মহিমা আনিবে; ঐ নগরের দ্বার সকল দিবাতে কখন রুদ্ধ হইবে না, এবং সে স্থানে রাত্রিও হইবে না। প্র। ২১; ২২-৫।

২৬। হে প্রভো, তুমি পুরুষানুক্রমে আমাদের বাসস্থান; পর্ব্বতগণ উৎপন্ন হওনের এবং পৃথিবী ও জগৎ সৃষ্ট হওনের পূর্ব্বাবধি তুমি অনাদি অনন্ত ঈশ্বর; তোমার দৃষ্টিতে এক সহস্র বৎসর গত কল্য তুল্য ও রাত্রির এক প্রহরের ন্যায়; তুমি মনুষ্যদিগকে বেগে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছ, তাহারা স্বপ্নবৎ, ও প্রাতঃকালের প্রফুল্ল তৃণের ন্যায় হয়। গীত। ৯০; ১, ২, ৪, ৫।

২৭। তৃপ্তলোকের মধুচাকে ঘৃণাবোধ হয়; কিন্তু ক্ষুধিতের কাছে তিক্ত দ্রব্যও মিষ্ট। হিত। ২৭; ৭।

২৮। মৃতলোকদের পুনরুত্থানও হইবে: যাহা বপন করা যায়, তাহা ক্ষয়ণীয়; যাহা উঠিবে, তাহা অক্ষয়: যাহা বপন করা যায়, তাহা তুচ্ছনীয়: যাহা উঠিবে, তাহা গৌরবান্বিত; যাহা বপন করা যায়, তাহা দুর্ব্বল; যাহা উঠিবে, তাহা পরাক্রমবিশিষ্ট; যে দেহকে বপন করা যায়, সে প্রাণির যোগ্য; যে দেহ উঠিবে, সে আত্মার যোগ্য; প্রাণির যোগ্য এবং আত্মার যোগ্য, এই দুই প্রকার দেহ আছে। ১ কর। ১৫; ৪২—৪৪।

২৯। প্রভাকরের তুল্য ঈশ্বরের তেজ দৃশ্য হয়, ও তাঁহার হস্তহইতে অংশুজাল নির্গত হয়, এবং তাঁহার অগ্রে২ মহামারী চলে, ও তাঁহার পদচিহ্ন দিয়া ব্যাধি গমন করে; ঈশ্বর দাঁড়াইয়া পৃথিবীকে মাপ করেন, ও নিরীক্ষণ করিয়া জাতিগণকে কম্পমান করেন; চিরন্তনপর্ব্বত সকল খণ্ডবিখণ্ড হয়, ও অনাদিকালের উপপর্ব্বতগণ নত হয়; অনাদিকালাবধি এই তাঁহার পথ। হব। ৩; ৪—৬।

৩০। এমত মহৎ সাক্ষিমেঘে বেষ্টিত হওয়াতে আইস, আমরাও সমস্ত ভার ও স্বভাবতঃ বাধক

পাপকে ত্যাগ করিয়া ধৈর্য্য পূর্ব্বক আপনাদের সম্মু-খস্থ গন্তব্য পথে ধাবমান হইয়া বিশ্বাসের আদিকর্ত্তা ও সাধনকর্ত্তা যীশুর প্রতি দৃষ্টি রাখি। ইব্রি। ১২; ১।

অক্টোবর।

১। যে স্থানে চোর আইসে না ও কীট ক্ষয় করে না, এমত স্বর্গেতে আপনাদের নিমিত্তে অজর থলীতে অক্ষয় ধন সঞ্চয় কর। লূ। ১২ : ৩৩।

২। তোমার ধর্ম্ম বৃহৎ পর্ব্বতের ন্যায়, ও তোমার দণ্ডাজ্ঞা মহাসাগরস্বরূপ; হে পরমেশ্বর, তুমি মনুষ্য ও পশ্বাদিকে রক্ষা করিতেছ। গীত। ৩৬; ৬।

৩। হে অন্ধ পথদর্শকেরা, তোমরা মশাকে ছাঁকিয়া ফেল, কিন্তু উষ্ট্রকে গ্রাস করিয়া থাক; হায়২ কপটি অধ্যাপক ও ফিরূশিগণ, তোমরা পান-পাত্রের ও ভোজনপাত্রের বহির্ভাগ পরিষ্কার করিয়া থাক, কিন্তু তাহার অন্তর্ভাগ দৌরাত্ম্যেতে ও অন্যায়েতে পরিপূর্ণ থাকে; হে কালসর্পের বংশ, তোমরা কি প্রকারে নরকদণ্ড হইতে রক্ষা পাইবা। মথি। ২৩; ২৪, ২৫, ২৭, ৩৩।

৪। বর্ত্তমান কালের আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সেই বাক্যের গুণে অধার্ম্মিক মনুষ্যদের বিচার ও বিনাশ হওনের দিন পর্য্যন্ত রক্ষিত হইয়া অগ্নির নিমিত্তে সঞ্চিত থাকে; রাত্রিকালীয় চোরের ন্যায় প্রভুর দিন আসিবে; তৎকালে আকাশমণ্ডল মহাশব্দ পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইবে, এবং মূলবস্তু সকল দগ্ধ হইয়া লুপ্ত হইবে, এবং পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থ তাবৎ বস্তু পুড়িয়া যাইবে; ঈশ্বরের তেজে আকাশমণ্ডল জ্বলিয়া লুপ্ত হইবে, কিন্তু আমরা তাঁহার প্রতিজ্ঞানুসারে এক নূতন আকাশমণ্ডলের ও নূতন পৃথিবীর অপেক্ষাতে আছি, তাহা ধর্ম্মের বাসস্থান হইবে। ২ পি। ৩; ৭, ১০, ১২, ১৩।

৫। তুমি আপনার ধনেতে ও আয়ের প্রথমজাত ফলেতে ঈশ্বরের মর্য্যাদা কর। হিত। ৩; ৯।

৬। গল্পের ন্যায় আমাদের বৎসরের যাপন হয়; আমাদের আয়ুর পরিমাণ সত্তর বৎসর; বল প্রযুক্ত যদ্যপি আশী বৎসর হয়, তাহার উত্তম ভাগও ক্লেশ ও দুঃখজনক; কেননা আমরা বেগে চালিত হইয়া শীঘ্র উড়িয়া যাই; আমাদের দিন সকল গণনা করিতে আমাদিগকে এমত শিক্ষা দেও যেন আমরা জ্ঞানি মন প্রাপ্ত হই। গীত। ৯০; ৯, ১০, ১২।

৭। তাহারা স্তিফানকে প্রস্তরাঘাত করিতে লাগিল, তাহাতে সে প্রার্থনা করিয়া কহিল, হে প্রভো যীশু, আমার আত্মাকে গ্রহণ কর, ইহাদের এই পাপ গণনা করিও না ইহা বলিয়া সে মহানিদ্রাগত হইল। প্র। ৭; ৫৯।

৮। যেমন বর ধর্ম্মভূষণ দ্বারা আপনাকে বিভূষিত করে, ও যেমন কন্যা রত্নদ্বারা আপনাকে অলঙ্কৃত করে, তদ্রূপ ঈশ্বর ত্রাণরূপ বস্ত্রেতে আমাকে পরিহিত করেন; ও পুণ্যরূপ পরিচ্ছদে আমাকে আচ্ছাদিত করেন। যিশ। ৬১; ১০।

৯। হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা আপন২ অন্তঃকরণ সুস্থির কর, প্রভুর আগমন পর্য্যন্ত ধৈর্য্যাবলম্বন কর; দেখ, কৃষক লোক ক্ষেত্রের বহুমূল্য ফলের অপেক্ষা করিয়া অগ্রিম ও অন্তিম বৃষ্টি যাবৎ না হয়, তাবৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করে। যাক। ৫; ৭, ৮।

১০। আপন প্রিয়ের প্রতি নির্ভর দিয়া প্রান্তর হইতে আসিতেছে ঐ স্ত্রী কে? পরমগীত। ৮; ৫।

১১। অদ্যাবধি যখন মূসার ব্যবস্থাগ্রন্থ পাঠ হয়, তখন যিহূদীয়দের অন্তঃকরণের উপরে ঘোমটা থাকে; কিন্তু যখন তাহারা প্রভুর প্রতি মন ফিরাইবে, তখন সেই ঘোমটা দুরীকৃত হইবে; কেননা

প্রভু আত্মাই, আর প্রভুর আত্মা যে স্থানে, সেই স্থানে মুক্তি; কিন্তু আমরা সকলে অনাবৃতমুখে প্রভুর তেজ নিরীক্ষণ করিতে২ তাঁহার সাদৃশ্যে রূপান্তর হইয়া দর্পণে আত্মস্বরূপ প্রভুহইতে উত্তর২ তেজ প্রাপ্ত হইতেছি। ২ কর। ৩: ১৫—১৮।

১২। তখন পরমেশ্বরের ভয়কারি লোকেরা পরস্পর আলাপ করিল, এবং পরমেশ্বর মনোযোগ করিয়া তাহা শুনিলেন; এবং যাহারা পরমেশ্বরকে ভয় করে ও তাঁহার নাম ধ্যান করে, তাহাদের স্মরণার্থে তাঁহার সম্মুখে এক পুস্তক লেখা গেল; এবং সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কহেন, আমি যে দিনে আপন রত্ন সকল সংগ্রহ করিব, সেই দিনে তাহারা আমার হইবে,এবং কোন মনুষ্য যেমন আপনার সেবাকারি পুত্রকে স্নেহ করে, তদ্রূপ আমি তাহাদিগকে করিব। মালা। ৩; ১৬, ১৭।

১৩। শীতল না হইয়া এবং উষ্ণ না হইয়া এইরূপ কদুষ্ণ হওয়াতে আমি নিজ মুখহইতে তোমাকে বমি করিতে উদ্যত আছি। প্র। ৩; ১৬।

১৪। যদ্যপি ঢেঁকিতে গড়ের মধ্যে ধান্যের ন্যায় অজ্ঞানকে কুটে, তথাপি তাহার মূর্খতা ঘুচিবে না। হিত। ২৭; ২২।

১৫। যীশু কহিলেন; আমিই পথ ও জীবন; আমা দিয়া না গেলে কেহ পিতার নিকটে উপস্থিত হয় না। যো। ১৪; ৬।

১৬। ডুম্বুরবৃক্ষ পুষ্পিত হইবে না, ও দ্রাক্ষালতা ফলবতী হইবে না, এবং জিতবৃক্ষ নিষ্ফল থাকিবে, ও ক্ষেত্রে শস্য উৎপন্ন হইবে না, ও খোঁয়াড় হইতে মেষপাল উচ্ছিন্ন হইবে, ও গোষ্ঠেতে গোরু থাকিবে না; এমন হইলেও আমি পরমেশ্বরেতে আনন্দ করিব, ও আমার ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বরেতে উল্লাসিত হইব। হব। ৩; ১৭, ১৮।

১৭। ঈশ্বরের মুখদর্শন ধার্ম্মিক লোক পাইবে, এবং তাহাদের কপালে তাঁহার নাম লিখিত হইবে। প্র। ২২; ৪, ৫।

১৮। পাপের বেতন মৃত্যু, কিন্তু ঈশ্বরের দত্ত বর আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা অনন্ত জীবন। রোম। ৬; ২৩।

১৯। আমার জীবন খ্রীষ্ট, এবং মরণ লাভ; দুইয়েতে সঙ্কুচিত আছি; বাসা ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টের সহিত থাকিতে আমার মনোবাঞ্ছা, কারণ তাহাই সর্ব্বোত্তম; কিন্তু দেহে অবস্থিতি করা তোমাদের জন্যে অধিক আবশ্যক। ফি। ১; ২১, ২৩।

২০। শৃগালের গর্ত্ত আছে, এবং আকাশীয়

পক্ষিগণের বাসা আছে, কিন্তু মনুষ্যপুত্রের মস্তক রাখিবার স্থান নাই। লূ। ৯; ৫৮।

২১। ঈশ্বর ব্যাধের ফাঁদ ও মহামারী হইতে তোমাকে রক্ষা করিবেন, এবং আপন পক্ষেতে তোমাকে আবৃত করিবেন; তাঁহার পক্ষের নীচে তুমি আশ্রয় পাইবা, ও তাঁহার সত্যতা তোমার ঢাল ও আবরণস্বরূপ হইবে; এবং রাত্রিকালের আপদ ও দিবসের উড্ডীয়মান শর, এবং অন্ধকারগামি মারী ও মধ্যাহ্নের সাংঘাতিক রোগ, এই সকল হইতে তোমার ভয় থাকিবে না। গীত। ৯১; ৩—৬।

২২। কেহ তাড়না না করিলেও দুষ্ট লোক পলায়ন করে; কিন্তু ধার্ম্মিকেরা সিংহের ন্যায় নির্ভয়ে থাকে। হিত। ২৮; ১।

২৩। হে যিরূশালম, হে যিরূশালম, হে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের বধকারিণি, হে আপনার নিকটে প্রেরিত লোকদের প্রস্তরাঘাতকারিণি; যেমন কুক্কুটী আপন শাবক সকলকে পক্ষের নীচে একত্র করে, তদ্রূপ আমিও তোমার সন্তান সকলকে একত্র করিতে কতবার ইচ্ছা করিয়াছি, কিন্তু তোমরা সম্মত হইলা না। মথি। ২৩; ৩৭।

২৪। আমরা জানি, আমাদের এই পার্থিব তাম্বু-

গৃহ পতিত হইলে ঈশ্বরদত্ত এক বাসস্থান আছে, তাহা হস্তনির্ম্মিত গৃহ নহে, কিন্তু অনন্তকালস্থায়ী এবং স্বর্গে স্থিত; এ গৃহে থাকিতে২ আমরা সেই স্বর্গীয় বাসাতেও আচ্ছাদিত হওনের আকাঙ্ক্ষী হইয়া কাতরোক্তি করিতেছি। ২ কর। ৫। ১—৪।

২৫। ঈশ্বর যাহার স্থাপন ও নির্ম্মাণকর্ত্তা, সেই ভিত্তিমূলবিশিষ্ট নগরের অপেক্ষা ধার্ম্মিক করিত। ইব্রী। ১১। ১০।

২৬। পরমেশ্বর যাহাকে প্রেম করেন, তাহাকেই শাস্তি প্রদান করেন; এবং যে প্রত্যেক পুত্রকে গ্রাহ্য করেন, তাহাকেই প্রহার করেন; কিন্তু সকলে যে শাস্তির অংশ পাইয়াছে, তাহা যদি তোমাদের না হয়, তবে তোমরা জারজ আছ, পুত্র নহ; আর তাবৎ শাস্তি বর্ত্তমান সময়ে আনন্দের বিষয় বোধ হয় না, কিন্তু দুঃখের বিষয় হয়; তথাপি পশ্চাতে তাহাদ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকদিগকে শান্তিজনক ধর্ম্মফল প্রদান করে। ইব্রী। ১২; ৬, ৮, ১১।

২৭। তাবদ্দেশীয় লোক কলসের বিন্দুর ন্যায় ও নিক্তিতে লগ্ন ধূলার এক কণিকার তুল্য; দেখ, তিনি দ্বীপসকলকে এক পরমাণুর ন্যায় তুলেন। যিশ। ৪০। ১৫।

২৮। অনেক বৃষ আমাকে বেষ্টন করে, বাশনের বলবান্ বৃষ সকল আমাকে ঘেরে। গীত। ২২; ১২।

২৯। যে দরিদ্র দরিদ্রের প্রতি উপদ্রপ করে, সে জাবৎ শস্যনাশকারি প্লাবনের ন্যায়। হিত। ২৮; ৩।

৩০। জয় ২ কারধ্বনি ও প্রধান স্বর্গদূতের উচ্চৈঃশব্দ ও ঈশ্বরীয় তূরীবাদ্যের সহিত প্রভু আপনি স্বর্গহইতে নামিয়া আসিবেন, [illegible] মৃতলোকেরা উঠিবে; পরে আমাদের মধ্যে যাহারা জীবৎ অবশিষ্ট থাকিবে, তাহারা প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করণার্থে তাহাদের সঙ্গে মেঘরথে আকাশে নীত হইবে; এইরূপে আমরা সর্ব্বদা প্রভুর সঙ্গে থাকিব। ২ থিষল। ৪; ১৬, ১৭।

৩১। পাপী স্বপ্নবৎ লুপ্ত হইবে, তাহাকে আর পাওয়া যাইবে না; সে রাত্রির স্বপ্নের ন্যায় দূরীকৃত হইবে; যে চক্ষু তাহাকে দেখিত, সে আর দেখিবে না; ও আপন বাসস্থানে সে আর দৃষ্ট হইবে না; যদ্যপি তাহার অস্থি যৌবনশক্তিতে পূর্ণ থাকে, তথাপি সে তাহার সহিত ধূলায় শয়ন করিবে; তথাপি তাহার আহার উদরে গিয়া বিকৃত হইবে এবং অন্তরে কালসর্পের গরলস্বরূপ হইবে; সে যে ধন গ্রাস করে তাহা উদ্গীরণ করিবে; ঈশ্বর তাহার

উদর হইতে বমন করাইবেন। যুব। ২০; ৭—৯ ১১‘ ১৪; ১৫।

নবেম্বর।

১। অধিকন্তু সময়ের আলোচনা কর; নিদ্রা হইতে আমাদের জাগ্রৎ হওনের সময় উপস্থিত হইল: কেননা যে সময়ে বিশ্বাসী হইয়াছিলাম, তদপেক্ষা এই বর্ত্তমান সময়ে আমাদের পরিত্রাণ সন্নিকট; রাত্রির অধিকাংশ গিয়াছে; দিবস সন্নিকট হইল; অতএব আইস, আমরা অন্ধকারের ক্রিয়া ত্যাগ করিয়া দীপ্তির সজ্জা করি। রোম। ১৩; ১১, ১২।

২। পুণ্যবান্ লোক তালবৃক্ষের ন্যায় প্রফুল্ল হইবে, ও লিবানোনের এরসবৃক্ষের ন্যায় বৃদ্ধি পাইবে; তাহারা পরমেশ্বরের বাটীতে রোপিত হইবে, ও আমাদের ঈশ্বরের প্রাঙ্গনে প্রফুল্ল হইবে। গীত। ৯২; ১২—১৪।

৩। জলের উপরে তোমার ভক্ষ্য ছাড়াইয়া দেও, তাহাতে অনেক দিনের পরে ফল পাইবা। উপ। ১১; ১।

৪ । তোমরা মৃত হইয়াছ, এবং তোমাদের জীবন খ্রীষ্টের সহিত ঈশ্বরেতে গুপ্ত আছে; আমাদের জীবনস্বরূপ খ্রীষ্ট যখন প্রকাশিত হইবেন, তৎকালে তোমরাও তাঁহার সহিত বিভবে প্রকাশিত হইবা; অতএব তোমরা পৃথিবীচর আপন ২ অঙ্গকে, অর্থাৎ বেশ্যাগমন, ও অশুচিতা, ও কাম, ও কুঅভিলাষ, ও দেবপূজাবিশেষ যে লোভ, এই সকল ব্যাপাদন কর। কলস। ৩; ৩—৫।

৫। যীশু একটা শিষ্যকে কহিলেন, মৃতদের কবর মৃতেরা দিউক, কিন্তু তুমি যাইয়া ঈশ্বরের রাজত্বের কথা প্রচার কর; যে কেহ লাঙ্গলে হাত দিয়া পশ্চাদ্দিগে ফিরিয়া চাহে, সে ঈশ্বরের রাজ্যের উপযুক্ত লোক নহে। লূ। ৯; ৬০, ৬২। এমন মহাপরিত্রাণ অবজ্ঞা করিলে আমরা কি প্রকারে বাঁচি? ইব্রি। ২; ৪।

৬। পৃথিবী অপেক্ষা আকাশমণ্ডল যেমন উচ্চ, তদ্রূপ ঈশ্বরের ভয়কারিদের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ বড়; উদয়াচল হইতে অস্তাচল যেমন দূর, তদ্রূপ তিনি আমাদের হইতে আমাদের পাপ সকলকে দূর করেন; মর্ত্যের দিন তৃণবৎ, সে ক্ষেত্রপুষ্পের ন্যায় প্রফুল্ল হয়; তাহার উপর একবার বায়ু বহিলে সে

আর থাকে না; এবং কোথায় ছিল, তাহার চিহ্নও দৃষ্ট হয় না। গীত। ১০৩; ১১, ১২, ১৫, ১৬।

৭। তৃণের মধ্যে জলস্রোতের ধারে যেমন বাইশী বৃক্ষ, তদ্রূপ ধার্ম্মিক বৃদ্ধি পাইবে। যিশ। ৪৪; ৪।

৮। শরীরবাসি হইলেও আমরা শারীরিকভাবে যুদ্ধ করি না; এবং আমাদের যুদ্ধাস্ত্র শারীরিক নহে, কিন্তু দুর্গাদি ভাঙ্গিয়া ফেলিবার নিমিত্তে ঈশ্বরের দ্বারা প্রবল হইতেছে; আমরা সকল বিতর্ক এবং ঈশ্বরের তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিবন্ধক তাবৎ চিত্তসমুন্নতি ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছি, এবং তাবৎ সঙ্কল্পকে বন্দি করিয়া খ্রীষ্টের আজ্ঞাবহ করিতেছি। ২ কর। ১০; ৩—৫।

৯। আমরা নিতান্ত মরিব, এবং ভূমিতে ঢালিলে পরে যাহার সংগ্রহ করা যায় না, এমত জলের ন্যায় হইব। ২ সিম। ১৪; ১৪।

১০। পর্ব্বতের উপরে যেমন অরুণ ব্যাপ্ত হয়, তদ্রূপ এক বলবান্ জাতি ব্যাপ্ত হইবে, তাহার তুল্য জাতি পূর্ব্বকালে ছিল না, এবং অনেক তাবি পুরুষ পর্য্যন্ত রহিবে না; তাহাদের অগ্রে অগ্নি গ্রাস করে, ও তাহাদের পশ্চাৎ বহ্নিশিখা জ্বলে; এবং দেশ তাহাদের অগ্রে এদেন উদ্যানের তুল্য, কিন্তু

তাহাদের পশ্চাৎ উচ্ছিন্ন প্রান্তর তুল্য হয়েন। ২; ২৭।

১১। আমরা বাপ্তিস্মদ্বারা খ্রীষ্টের সহিত মৃত্যুমধ্যে কবর প্রাপ্ত হইয়াছি; (কি নিমিত্তে?) পিতার প্রভাবদ্বারা খ্রীষ্ট যেমন মৃতদের মধ্য হইতে উত্থাপিত হইয়াছেন, তদ্রূপ আমরাও যেন নূতন জীবনরূপ পথে গমন করি; কেননা যদি আমরা খ্রীষ্টের মৃত্যুর অনুক্রিয়াতে তাঁহার সহিত একীভূত হইয়াছি, তবে অবশ্য পুনরুত্থানের অনুক্রিয়াতেও হইব। রোম। ৬; ৪—৬।

১২। আমি গর্ব্বিত লোকদিগকে কহি, তোমরা গর্ব্ব করিও না; ও দুষ্টগণকে কহি, তোমরা শৃঙ্গ তুলিও না; অত্যুচ্চে তোমাদের শৃঙ্গ তুলিও না, এবং গ্রীবা দৃঢ় করিয়া গর্ব্ব কথা কহিও না। গীত। ৭৫; ৪, ৫।

১৩। ঈশ্বর দীপ্তিরূপ বস্ত্র পরিধান করেন, ও আকাশকে চন্দ্রাতপের ন্যায় বিস্তারিত করেন; তিনি জলদ্বারা আপন উচ্চগৃহ নির্ম্মাণ করেন, ও মেঘকে রথস্বরূপ ও বায়ুকে পক্ষস্বরূপ করিয়া গমনাগমন করেন; তিনি আপন দূতগণকে বায়ুস্বরূপ ও আপন সেবকদিগকে অগ্নিশিখাস্বরূপ করেন; তিনি গভীর

জলরূপ বস্ত্রে পৃথিবীকে আচ্ছাদিত করিলে; জল পর্ব্বতের উপরিস্থ হইল। গীত। ১০৪; ২—৪, ও ৫ ১৪। (হে ঈশ্বর,) আমি তোমার কাছে দুই বর প্রার্থনা করি, আমার যাবজ্জীবন তাহা দিতে অস্বীকার করিও না; অলীকতা ও মিথ্যা কথা আমার নিকট হইতে দূর কর; এবং দরিদ্রতা কিম্বা ধনাঢ্যতা আমাকে না দিয়া উপযুক্ত খাদ্য দ্রব্য ভোজন করাও; নতুবা আমি তৃপ্ত হইয়া তোমাকে অস্বীকার করিয়া বলিব, পরমেশ্বর কে? কিম্বা দরিদ্র হইয়া চুরি করিব, ও আমার ঈশ্বরের নাম অনর্থক লইব। হিত। ৩০; ৭—৯।

১৫। তোমরা সীয়ন পর্ব্বত, ও অমর ঈশ্বরের নগর, অর্থাৎ স্বর্গীয় যিরূশালম, এবং অযুত২ দিব্য দূত, ও স্বর্গে লিখিত প্রথমজাতদের মহাসভা ও মণ্ডলী, ও সকলের বিচারকর্ত্তা ঈশ্বর, ও সিদ্ধিপ্রাপ্ত ধার্ম্মিকগণের আত্মাগণ, এবং নূতন নিয়মের মধ্যস্থ যীশু, এবং হাবিলের বাক্য অপেক্ষা উত্তম কথা প্রকাশক প্রোক্ষণের রক্ত, এই সকলের নিকটে উপস্থিত হইয়াছ। ইব্রি। ১২; ২২—২৪।

১৬। এক্ষণে আমরা ঈশ্বরের সন্তান আছি; কিন্তু পশ্চাৎ কি হইব, তাহা অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই;

তথাচ তিনি প্রকাশিত হইলে, কেবল আমরা তাঁহার সদৃশ হইব, ইহা জানি; কেননা তিনি যাদৃশ আছেন, তাদৃশ তাঁহাকেই দর্শন করিব; এবং তাঁহার প্রতি এই আশা যে কাহারো আছে, সে আপনাকে তাদৃশ পবিত্র করে, যাদৃশ তিনি পবিত্র আছেন। ১ যোহ ৩; ১—৩।

১৭। মৃদুতা, ও পরিমিতভোগ ইত্যাদি আত্মার ফল; ব্যবস্থা এই সকলের বিরুদ্ধ নহে; আর যাহারা খ্রীষ্টের লোক, তাহারা (কামাদি) রিপুর ও অভিলাষের সহিত শারীরিক ভাবকে ক্রুশে বদ্ধ করিয়াছে; অতএব আইস, আমরা যদি আত্মার সম্বন্ধে সজীব আছি, তবে আত্মার ভাবে আচরণও করি, এবং দর্প না করিয়া পরস্পর ব্যঙ্গ দ্বেষাদি ত্যাগ করি। গল। ৫; ২৩—২৬।

১৮। খ্রীষ্টের ন্যায় প্রেমাচরণ কর, কেননা খ্রীষ্টও আমাদিগকে প্রেম করিয়া আমাদের নিমিত্তে সুগন্ধি নৈবেদ্যার্থ উপহার ও বলিরূপে আপনাকে ঈশ্বরের উদ্দেশে দান করিলেন। ইফ। ৫; ২।

১৯। মনোনীত যুবকেরাও নিতান্ত স্খলিত হয়; কিন্তু যাহারা পরমেশ্বরের অপেক্ষা করে, তাহারা উত্তর২ নূতন বল প্রাপ্ত হইবে, ও উৎক্রোশ পক্ষির

ন্যায় উঠিবে; তাহারা দৌড়িলে দুর্ব্বল হইবে না; ও গমন করিলে ক্লান্ত হইবে না। যিশ। ৪০; ৩০, ৩১।

২০। অনাবৃষ্টি ও গ্রীষ্ম যেমন হিমানী জল নাশ করে, তদ্রূপ পরলোক পাপিদের নাশক; গর্ভ তাহাদিগকে বিস্মৃত হইবে, তাহারা কীটের সুস্বাদু ভক্ষ্য হইবে ও কাহারো স্মরণে থাকিবে না; পাপী ভগ্ন বৃক্ষের ন্যায় হইবে; তাহারা উন্নতি পায় বটে, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে লুপ্ত হয়, ও নত হইয়া অন্যদের ন্যায় বিনষ্ট হয়, এবং শস্যের শিষের অগ্রভাগের ন্যায় ছিন্ন হয়। যুব। ২৪; ১৯, ২০, ২৪।

২১। আকাশস্থিত হাড়গিলা আপন নিরূপিত সময় জানে, এবং ঘুঘু ও বক ও তালচোঁচ আপনাদের গমনাগমনের কাল বুঝে, কিন্তু আমার প্রজারা পরমেশ্বরের রীতি জানে না। যিরি। ৮; ৭।

২২। পৃথিবীতে দরিদ্রকে ও মনুষ্যের মধ্যহইতে দীনহীনকে ভক্ষণ করণার্থে যাহাদের দন্ত খড়্গের ন্যায়, ও কষের দন্ত ছুরিকার ন্যায় হয়, এমত এক বংশ আছে। হিত। ৩০; ১৪।

২৩। তোমরা ভ্রান্ত হইও না, ঈশ্বরকে পরিহাস করা যায় না, যে মনুষ্য যাহা বুনে, সে তাহাই কাটিবে আপন শরীরের নিমিত্তে যে জন বুনে, সে শরীরহ-

ইতে বিনাশরূপ শস্য পাইবে, কিন্তু আত্মার নিমিত্তে যে বুনে, সে আত্মাহইতে অনন্তজীবনরূপ শস্য পাইবে অতএব আইস, আমরা সৎকর্ম্ম করিতে অশ্রান্ত হই; কেননা ক্লান্ত না হইলে উপযুক্ত সময়ে তাহার ফল পাইব। গাল। ৬; ৭—৯।

২৪। পরমেশ্বর এই কথা কহেন, যে জন মনুষ্যকে বিশ্বাস করে, ও মর্ত্ত্যকে আপনার বাহু জ্ঞান করে, ও যাহার মন পরমেশ্বরহইতে বিমুখ হয়, সে শাপগ্রস্ত; সে মরুভূমিস্থিত শুষ্ক বৃক্ষের ন্যায় হইয়া আগামি মঙ্গলের দর্শন পাইবে না, কিন্তু প্রান্তরের উত্তপ্ত স্থানে ও নরশূন্য লবণময় ভূমিতে থাকিবে। যিরি। ১৭; ৫, ৬। পরমেশ্বরের নাম দৃঢ় দুর্গস্বরূপ; ধার্ম্মিকগণ তাহাতে পলায়ন করিয়া রক্ষা পায়। হিত। ১৮; ১০।

২৫। তোমাদের প্রভু কোন্ দণ্ডে আসিবেন, তাহা তোমরা জান না, অতএব জাগ্রৎ হইয়া থাক; কোন্ প্রহরে চোর আসিবে, তাহা যদি গৃহস্থ জানিতে পারে, তবে অবশ্য জাগ্রৎ থাকিয়া নিজ গৃহে সিঁধ কাটিতে দেয় না। মথি। ২৪; ৪২, ৪৩।

২৬। এমত সময় আসিতেছে, যে সময়ে লোকেরা নিরাময় শিক্ষা সহ্য করিবে না, কিন্তু কাণচুলকানি-

বিশিষ্ট হইয়া আপন ২ অভিলাষানুসারে শিক্ষক-
-গণকে সংগ্রহ করিবে, এবং সত্য মতের প্রতি কর্ণ
আর না দিয়া উপাখ্যানের চেষ্টাতে বিপথগামি
হইবে। ২ তীম। ৪; ৩. ৪।

২৭। যিনি তোমার সৃষ্টিকর্ত্তা তিনি তোমার স্বামী,
সৈন্যাধক্ষ পরমেশ্বর তাঁহার নাম; এবং যিনি ইস্রা-
য়েলের ধর্ম্মস্বরূপ তিনি তোমার মুক্তিদাতা, তাবৎ
জগতের ঈশ্বর এই তাঁহার নাম। যিশ। ৫৪; ৫।

২৮। আমি যিরূশালমের উপরে শমিরোণের সূত্র
ও আহোব্ বংশের ওলন বিস্তার করিব: যেমন কেহ
কোন পাত্র পরিষ্কার করিয়া উল্টায়, তদ্রূপ আমি
যিরূশালমকে পরিষ্কার করিব। ২ রা। ২১: ১৩।

২৯। এই সকল সাক্ষ্য দেওনার্থে আমি (যীশু)
দায়ূদের মূল ও বংশ, আমি উজ্জ্বল প্রভাতীয় নক্ষত্র;
আর আত্মা ও কন্যা কহিতেছেন, আইস; এবং যে
জন পিপাসিত হয় সে আইসুক; ও যে কেহ ইচ্ছা
করে, সে বিনা মূল্যে অমৃত জল গ্রহণ করুক। প্র।
২২; ১৬, ১৭।

৩০। আমি দীপ্তিতে আছি, ইহা বলিয়া যে ব্যক্তি
আপন ভ্রাতাকে ঘৃণা করে, সে অদ্যাপি অন্ধকারে
আছে; যে জন আপন ভ্রাতাকে প্রেম করে, সেই

দীপ্তিতে থাকে, এবং তাহার মধ্যে বিঘ্ন নাই। ১ যো। ২ ; ৯, ১০।

ডিসেম্বর।

১। ধনলোভ তাবৎ মন্দের মূল; তাহাতে রত হওয়াতে কতক লোক বিশ্বাসহইতে ভ্রষ্ট হইয়া আপনাদিগকে বহু ব্যথাতে বিদ্ধ করিয়াছে। ১ তীম। ৬; ১০।

২। যে জন অন্য ২ মৃৎপাত্রের মধ্যে গণ্য মৃৎপাত্র হইয়াও আপন সৃষ্টিকর্ত্তার সহিত কলহ করে, তাহার সন্তাপ হইবে; 'তুমি কি নির্ম্মাণ করিতেছ?' এই কথা কি মৃত্তিকা কুম্ভকারকে কহিতে পারে? এবং 'তোমার হস্ত নাই' এই কথা কি কর্ম্ম কর্ম্মকারকে কহিতে পারে? যিশ। ৪৫; ৯।

৩। দেখ, সেই দিন আসিতেছে, সে তুন্দুরের ন্যায় জ্বলিবে, এবং দুঃসাহসিক ও দুষ্টাচারি লোকেরা নাড়ার ন্যায় হইবে; সেই আগামি দিন তাহাদিগকে এমত ভস্মসাৎ করিবে, যে তাহাদের শাখা অবধি মূল পর্য্যন্ত কিছু অবশিষ্ট থাকিবে না;

কিন্তু আমার নামে ভয়কারি যে তোমরা তোমাদের প্রতি আরোগ্যবাহি করবিশিষ্ট ধর্ম্মসূর্য্য উদয় পাইবে; তাহাতে তোমরা মুক্ত হইয়া হৃষ্টপুষ্ট বৎসের ন্যায় উল্লাস করিবা; সেই দিনে পাপি লোক তোমাদের পদতলের অধঃস্থিত ভস্ম হইবে। মালা। ৪; ১—৩।

৪। ভ্রান্ত হইও না; কুসংসর্গ সদাচারকে নষ্ট করে। ১ কর। ১৫: ৩৩।

৫। তুমি পৃথিবীস্থ তাবৎ দুষ্টকে মলের ন্যায় দূর করিবা, এই জন্য আমি তোমার প্রমাণ বাক্য ভালবাসি। গীত। ১১৯; ১১৯।

৬। অন্ধকারের নিস্ফল কর্ম্মের সহভাগী হইও না, বরং তাহার দোষ প্রকাশ কর। ইফ। ৫;১১।

৭। তুমি যৌবনাবস্থাতে আপন সৃষ্টিকর্ত্তাকে স্মরণ কর, যেহেতুক দুঃসময় আসিতেছে, অর্থাৎ যে বৎসরে তুমি বলিবা, 'ইহাতে আমার কিছু সন্তোষ হয় না,' সেই বৎসর নিকট আসিতেছে: তৎকালে সূর্য্য ও দীপ্তি ও চন্দ্র ও তারাগণ অন্ধকারময় হইবে, এবং বৃষ্টির পরে পুনর্ব্বার মেঘ হইবে, সেই দিনে গৃহের রক্ষকেরা কম্পিত হইবে, ও পরাক্রমিগণ নত হইবে, ও পেষকেরা অল্প হইয়া কর্ম্ম ত্যাগ করিবে;

ও গবাক্ষ দিয়া দর্শনকারিণী অন্ধীভূতা হইবে। উপ। ১২; ১—৩।

৮। পথের দ্বার রুদ্ধ হইবে, ও যাঁতার শব্দ অতি সূক্ষ্ম হইবে, এবং পক্ষির রবেতে উত্থান হইবে ও বাদ্যকারিণী কন্যাগণ ক্ষীণ হইবে; এবং উচ্চস্থানহইতে ভয় হইবে, ও পথে ত্রাস হইবে, ও বাদামবৃক্ষ পুষ্পিত হইবে, ও ফড়িঙ্গ আপন ভারে ভারাক্রান্ত হইবেক, ও বুভুক্ষা থাকিবে না, ও মানুষ আপন দীর্ঘ বাসস্থানে যাইবে, ও শোককারিগণ পথে ভ্রমণ করিবে। উপ। ১২; ৪, ৫।

৯। সেই সময়ে রূপার তার নরম হইবে, ও সুবর্ণের বাটী ভগ্ন হইবে, এবং উনুইতে কলস ভঙ্গ হইবে, ও কূপে চক্র ভগ্ন হইবে; এবং ধূলা পুনরায় মৃত্তিকাতে লীন হইবে; এবং আত্মা যাঁহার দান সেই ঈশ্বরের কাছে প্রত্যাগমন করিবে। উপ। ১২; ৬, ৭।

১০। ঈশ্বরের গ্রাহ্য বলি ভগ্ন আত্মা; হে ঈশ্বর, তুমি ভগ্ন ও চূর্ণ অন্তঃকরণকে তুচ্ছ করিবা না। গীত। ৫১; ১৭।

১১। অস্থির মধ্যে বদ্ধ অগ্নির এমত জ্বালা আমার হৃদয়ে বোধ হয়, যে আমি তাহা সহ্য করণে ক্লান্ত হইয়া নীরব থাকিতে পারি না। যির। ২০; ৯।

১২। সর্ব্ব জাতীয়দিগকে আঘাত করণার্থ এক তীক্ষ্ণ খড়্গ ঈশ্বরের মুখ হইতে নির্গত হয়; তিনি লৌহ দণ্ডদ্বারা তাহাদিগকে চরাইবেন; তিনি সর্ব্ব-শক্তিমান্ ঈশ্বরের প্রচণ্ড ক্রোধরূপ মদিরা কুণ্ডে (সঞ্চিত দ্রাক্ষা) দলন করেন। প্র। ১৯; ১৫।

১৩। খ্রীষ্টের ন্যায় প্রেমাচরণ কর, কেননা খ্রীষ্টও আমাদিগকে প্রেম করিয়া আমাদের নিমিত্তে সুগন্ধি নৈবেদ্যার্থক উপহার ও বলিরূপে আপনাকে ঈশ্বরের উদ্দেশে দান করিলেন। ইফ। ৫; ২, ৩।

১৪। আমরা খ্রীষ্টের পরিবর্ত্তে দূতের কর্ম্ম করিতেছি; আমাদের দ্বারা ঈশ্বর মনুষ্যদিগকে সাধ্য-সাধনা করিতেছেন, আমরা খ্রীষ্টের পরিবর্ত্তে এই বিনতি করিতেছি, তোমরা ঈশ্বরের সহিত সম্মিলিত হও। ২ কর। ৫; ২০।

১৫। আমরা যিহূদীয় হই কি গ্রীক হই, দাস হই কি স্বাধীন হই, সকলে এক আত্মাদ্বারা এক শরীরে অবগাহিত হইয়াছি এবং সকলে এক আত্মার পানীয় পায়িত হইয়াছি; শরীর এক অঙ্গ নয়, কিন্তু অনেক অঙ্গ; তাবৎ শরীর যদি দর্শনেন্দ্রিয় হয়, তবে শ্রবণেন্দ্রিয় কোথায়? এবং সমস্ত শরীর যদি শ্রবণেন্দ্রিয় হয়, তবে ঘ্রাণেন্দ্রিয় কোথায়? তোমরাই

খ্রীষ্টের শরীর, এবং এক ২ জন তাহার এক ২ অঙ্গ স্বরূপ হইয়াছ। ১ কর। ১২; ১৩, ১৪, ১৭, ২৭।

১৬। আপন মনকে কহিব, ও মন, বহু বৎসরের নিমিত্তে তোমার জন্যে নানা সামগ্রী সঞ্চিত আছে; বিশ্রাম কর, ও ভোজন পান করিয়া সুখভোগ কর; কিন্তু ঈশ্বর তাহাকে কহিলেন, অরে নির্ব্বোধ, অদ্য রাত্রিতে তোমার প্রাণ তোমাহইতে নীত হইবে; তাহাতে এই যে সকল সামগ্রী সঞ্চয় করিলা, সে কাহার হইবে। লূ। ১২; ১৯, ২০।

১৭। নাসিকা পীড়নেতে রক্ত বাহির হয়, তেমনি ক্রোধের চালনেতে বিরোধ জন্মে। হিত। ৩০; ৩৩।

১৮। হে যুবকেরা, তোমরা প্রাচীন লোকদের বশীভূত হও; বরঞ্চ সকলে পরস্পর বশীভূত হইয়া নম্রতারূপ অলঙ্কারেতে ভূষিত হও; কেননা ঈশ্বর অহঙ্কারিদের বিপক্ষে হন, কিন্তু নম্রদিগকে বর প্রদান করেন। ১ পিত। ৫; ৫।

১৯। শস্যচ্ছেদনের সময় গত হইল, ও ফল পাড়নের কাল উত্তীর্ণ হইল, তথাপি আমাদের পরিত্রাণ হয় নাই। যির। ৮; ২০।

২০। আয়ুব উঠিয়া বস্ত্র চিরিয়া ও মস্তক মুণ্ডন পূর্ব্বক ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, আমি

মাতার গর্ব্ভহইতে উলঙ্গ হইয়া আসিয়াছি এবং উলঙ্গ হইয়া ফিরিয়া যাইব; পরমেশ্বর দিয়াছেন, এবং পরমেশ্বর লইলেন, পরমেশ্বরের নাম ধন্য হউক। যুব। ১; ২০, ২১।

২১। তুমি যীশু খ্রীষ্টের উত্তম সেনারূপে ক্লেশ সহ্য কর; কোন সেনা সাংসারিক ব্যাপারে আসক্ত হয় না, কিন্তু যে তাহাকে সৈন্যপদে নিযুক্ত করিয়াছে তাহার তুষ্টি জন্মাইতে যত্ন করে। ২ তীম। ২; ৩, ৪।

২২। জ্ঞানবান্দের বাক্য অঙ্কুশস্বরূপ, ও সভাধ্যক্ষগণ বদ্ধ প্রেকস্বরূপ এবং এক পালক দ্বারা সকল দত্ত হইয়াছে। উপ। ১২; ১১।

২৩। শয়তানের নানাবিধ খলতা নিবারণে সক্ষম হইবার জন্যে ঈশ্বরীয় তাবৎ সজ্জাকে পরিধান কর; কেননা আমরা রক্ত মাংসের সহিত যুদ্ধ করি তাহা নয়, কিন্তু যাহারা কর্ত্তৃত্ব ও পরাক্রম বিশিষ্ট এবং এই সংসাররূপ তিমিররাজ্যের অধিপতিগণ, এমত স্বর্গোদ্ভব দুষ্টাত্মাদের সঙ্গে সংগ্রাম করিতেছি; অতএব দুঃসময়ে যেন তোমরা তাহাদের আক্রমণ নিবারণ করিতে, ও সকলকে জয় করিয়া অটল থাকিতে পার, এতন্নিমিত্তে ঈশ্বরীয় তাবৎ সজ্জাতে সজ্জীভূত হও। ইফ। ৬; ১১—১৩

২৪। সত্যতারূপ কটিবন্ধনীতে কটি বন্ধন করিয়া, পুণ্যরূপ বুকপাটা বক্ষে দিয়া শান্তির সুসমাচার জাত উৎসাহরূপ পাদুকা পদে অর্পণ করিয়া দাঁড়াইয়া থাক; এবং সকলের উপরে বিশ্বাসরূপ ঢাল ধারণ কর, কেননা তদ্দ্বারা পাপাত্মার অগ্নিবাণ সকল নির্ব্বাণ করিতে পারিবা; এতদ্ভিন্ন শিরস্ত্র, এবং ঈশ্বরের বাক্যরূপ যে আত্মার খড়্গ তাহাও ধারণ কর। ইফ। ৬; ১৪—১৭।

২৫। পুত্রের বিষয়ে উক্ত আছে, হে ঈশ্বর, তোমার সিংহাসন নিত্যস্থায়ি, ও তোমার রাজদণ্ড যথার্থতার দণ্ড; তুমি ধর্ম্মকে প্রেম করিতেছ, এবং দুষ্টতাকে ঘৃণা করিতেছ এই কারণ ঈশ্বর, অর্থাৎ তোমার ঈশ্বর, তোমার মিত্রগণ অপেক্ষা অধিক আনন্দরূপ তৈলেতে তোমাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন। ইব্রি। ১; ৮, ৯।

২৬। সকলের উপরে বিশ্বাসরূপ ডাল ধারণ কর কেননা তদ্দারা পাপাত্মার অগ্নিবাণ সকল নির্ব্বাণ করিতে পারিবা; এতদ্ভিন্ন পরিত্রাণরূপ শিরস্ত্র এবং ঈশ্বরের বাক্যরূপ যে আত্মার খড়্গ তাহাও ধারণ কর। ইফ। ৬; ১৬, ১৭।

২৭। যেমন আমাদের এক শরীরেতে অনেক অঙ্গ আছে, কিন্তু সকল অঙ্গের এক রূপ কার্য্য নয়,

তেমনি আমরা বহু হইলেও খ্রীষ্টেতে এক শরীর ও পরস্পর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছি। রোম। ১২; ৪, ৫।

২৮। তোমরা আপন ২ পাপমোচনার্থে মনঃপরিবর্ত্তন করিয়া (ঈশ্বরের প্রতি) ফির: তাহা করিলে পরমেশ্বরের নিকটহইতে সান্ত্বনার সময় উপস্থিত হইবে। প্রে। ৩; ২০।

২৯। পাপিলোক প্রাতঃকালের মেঘ ও ক্ষণধ্বংসি শিশির ও শস্যমর্দ্দনস্থানের ঘূর্ণাবায়ুচালিত ভূষি ও বাতায়ন হইতে নির্গত ধূমের ন্যায় হইবে। হোশেয়। ১৩; ৩।

৩০। যে জনের উত্তম স্বর ও উত্তমরূপে যন্ত্র বাজাইবার ক্ষমতা আছে, তাহার প্রেমের গানস্বরূপ, তুমি ঈশ্বর তাহাদের নিকটে মান্য হইতেছ; তাহারা তোমার কথা শুনে বটে, কিন্তু পালন করে না। যিহি। ৩৩; ৩২।

৩১। যাহাদ্বারা সংসারের পক্ষে আমি হত, এবং আমার পক্ষে সংসারও হত, এমন যে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশ, তদ্ভিন্ন আর কোন বিষয়ে আমার শ্লাঘা করা না হউক। গল। ৬; ১৪।

নেড়ে নহে ইষ্টি, তেঁতুল নহে মিষ্টি—কুকুরের মুখে মুগের পথ্য—বানরের গলায় সোণার হার—আগে আপন চরকায় তেল দেও—উনি তুলসী বনের বাঘ—পুরাণ ঢোলে কসু দেওয়া॥ এক পা জলে, এক পা স্থলে—ছুঁচ হইয়া সাঁধিয়া ফাল হইয়া বাহিরায়।

নিঃশেষ করিবে ঋণ অগ্নি আর ব্যাধি। কি জানি আপদ ঘটে পুন বাড়ে যদি॥—যদি রূপবান যুবা অত্যন্ত কুলীন। তথাপি শোভিত নহে হলে বিদ্যাহীন॥—যেমন পলাশ পুষ্প দেখিতে সুন্দর। গন্ধ বিনা কেবা তারে করে সমাদর॥—বুদ্ধি নাই যার, তার শাস্ত্র কি করিবে। অন্ধেরে দর্পণ দিলে, কি লাভ হইবে॥

সৎলোক সকলের সুখের দ্রব্য সকল থাকিতেও বিষয়কে দীপাঙ্কুর ছায়ার ন্যায় চঞ্চল বোধ করিয়া বনে গেলেন॥ দীপের যেমন অঙ্কুর পতঙ্গ বাতাসে। চঞ্চল হইয়া ফেরে নির্ব্বাণ তরাসে॥—সে দীপের ছায়া হয় যেমত চঞ্চল। সাধু জন সেই রূপ দেখয়ে সকল॥—এই দেহকে নৌকা করিয়া কহিতেছেন। বহু পুণ্য মূল্যেতে কিনেছে, দেহ তরি। না ভাঙ্গে যাবৎ যাহ ভব নদী তরি॥—আশা নামে নদী তাহে মনোরথ জল। তৃষ্ণারূপ তরঙ্গেতে সর্ব্বদা বিকল॥ মোহের আবর্ত্ত তাহে কেহ হইবে পারা। অতিশয় উচ্চ চিন্তা স্বরূপ দুধার॥—রাগরূপ কুম্ভীর আসিছে দেখ তায়। বিতর্ক স্বরূপ পক্ষি দুধারে খেলায়॥ ধৈর্য্য রূপ বৃক্ষ সেই ভাঙ্গে নিরবধি। বড়ই দুর্ব্বার সেই আশা রূপ নদী॥

কালি যায় ধুলে, স্বভাব যায় মলে—অলের ছায়া—ইহার মুখ যেন হাড়ির কোদাল।

পুস্তকে শিক্ষিত বিদ্যা মুখে নাহি আইসে। ধন আছে বটে, কিন্তু আছে পর বশে॥—অকস্মাৎ কার্য্য যদি হয় উপস্থিত। সে বিদ্যা সে ধনে কিছু নাহি করে হিত॥—সন্ধ্যাকালে পথ হত হয়, অন্ধকারে। দুষ্টশীলা নারী হলে হত বলি তারে॥—যাহার জনক ধৈর্য্য, ক্ষমা তার মাতা। শান্তি তার গৃহিনী, ও সত্য যার সুতা॥—মনের সংযম ভ্রাতা, ভগ্নী তার দয়া। তার শয্যা মহীতল, তার নাহি মায়া॥

জুলাই—আগষ্ট—সেপ্টেম্বর।

জপের সঙ্গে খোঁজ নাই, ফাটকে রাঙ্গা থোপ—মাথা নাই, তার মাথা ব্যথা—মুখে তোমার স্বরবর, অন্তরে ক্ষুরের ধার—বালির বাঁধ, শঠের প্রীতি। এই দুয়ের একই রীতি॥ শিয়ালে কাঁঠাল বয়—আয় বলদা বুঝে মার—উনি কেবল মাখাল ফল—

আবরণ পয়োনিধি আছে পৃথিবীর। চতুর্দ্দিগে আবরণ ঘরের প্রাচীর॥ আবরণ দেশের প্রবল মহীপাল। সুস্বভাব আবরণ স্ত্রীর সর্ব্বকাল॥—দুর্জ্জনের জিহ্বা অগ্রে হয় মধুময়। বিষম সে বিষময় তাহার হৃদয়॥—উপকারে বশ এক শত্রুকে করিবে। তাহার দ্বারায় অন্য শত্রুকে বধিবে॥ যেমন কণ্টক এক করেতে ধরিয়া। পাদ বিদ্ধ কণ্টকেরে খোলে তাহা দিয়া॥—কোকিলের

নাহি রূপ, তার রূপ স্বর। পতিভক্তি অবলার রূপ মনোহর ॥ কুরূপ জনের রূপ বিদ্যা যদি হয়। তপস্বি জনের রূপ ক্ষমাই নিশ্চয় ॥—

নলিনীর দলগত যেমন জীবন। তদ্রূপ চপল দেখ জীবের জীবন ॥—

এ সংসারে কেবা কার ক্ষণ পরিচয়। ভব সমুদ্ররে ঢেউ ফেণা রাশিময় ॥

অক্টোবর—নবেম্বর—ডিসেম্বর ।

গাদা পিটে ঘোড়া করা—লড়িতে জেটী, বলিতে বাঘ—ঐ চাকরি মেঘের ছায়া—বাঁশের চেয়ে কঞ্চী টনুক—আপনার নাক কাটিয়া, পরের যাত্রা ভঙ্গ ;—

অসাক্ষাতে কার্য্য নাশ করে যেই জন। সম্মুখেতে কহে প্রিয় মধুর বচন ॥ বিষে পরিপূর্ণ কুম্ভ মুখে মাত্র ক্ষীর। এমন দুর্জ্জন মিত্র ত্যজিবেক ধীর ॥—সকল বৃক্ষের ভয় প্রবল সমীর। পঙ্কজের ভয় ঋতু দুরন্ত শিশির ॥ পৃথিবীতে বজ্রমাত্র পর্ব্বতের ভয়। সুজনের দুর্জ্জন হইতে ভয় হয় ॥

আকাশে বিদ্যুৎ যেমন নাশে অন্ধকারে। তেমত ক্ষণিক সুখ এ পাপ সংসারে ॥—ভবসমুদ্রকে বনস্বরূপ করিয়া কহিতেছেন। ভবরূপ ভয়ানক দুর্গম বনেতে। নানা ছিদ্র আছে দেখ ভদুর পুঞ্জেতে ॥—সদা অন্ধকার রাত্রি মোহ যেন ঘোর। তাহে অতি বলবান পিছে কাল চোর ॥

সাংসারিক ও পারমার্থিক বিষয়ক দৃষ্টান্তাবলী।

নিম্নে যাহা ২ লেখা যাইতেছে তৎ সমুদায় সাংসারিক ঐ ২ বিষয়ের সঙ্গে পারমার্থিক কোন ২ বিষয় তুলনী কৃত হয় তাহা জিজ্ঞাসিতব্য।

অপিচ, কোন ২ বিষয় দৃষ্টান্তরত্ন নামক পুস্তকের কোন ২ স্থানে পাওয়া যায় তাহাও মধ্যে ২ লেখা গেল।

জানুয়ারি—ফিব্রুয়ারি—মার্চ।

১ উৎক্রোশ পক্ষী, ২ ভূমি, ৩ কবর, ৪ সামুদ্রিক তরঙ্গ ৫ ত্রিগুণ রজ্জু, ৬ জীবনাকর, ৭ ঘূর্ণবায়ু, ৮ নয়নতারা, ৯ তৃণপুষ্প, ১০ শস্য আটি, ১১ জয়ুতবৃক্ষ, ১২ স্রোত, ১৩ সাতবার পরিষ্কৃত রূপা, ১৪ অগ্নির স্ফুলিঙ্গ, ১৫ অজ্ঞান লোকের বলিদান, ১৬ গহ্বর মধ্যস্থ সিংহ ১৭ হাঁড়ির তলায় কাঁটার শব্দ, ১৮ মেষপালক, ১৯ পিপীলিকা, ২০ মৌচাক, ২১ লবণ, ২২ নির্জ্জল মেঘ, ২৩ অস্থি মধ্যস্থ ক্লেদ, ২৪ কুকুর ও শূকর, ২৫ কলঙ্কিত বস্ত্র, ২৬ মেষলোম

২৭ অম্লান পত্র, ২৮ রাজা ২৯ মৃণ্ময়গৃহ, ৩০ পরলোকের চাবি, ৩১ সুবর্ণ নথ, ৩২ জলসেচনকারি, ৩৩ দীপ বৃক্ষ, ৩৪ দীপ্তি, ৩৫ বায়ু, ৩৬ কুটা, ৩৭ হরিণের চরণ, ৩৮ সংকীর্ণদ্বার, ৩৯ কেন্দুয়া-ব্যাঘ্র, ৪০ পাষাণোপরিস্থ গৃহ, ৪১ শস্য, ৪২ কৃমি।

এপ্রেল—মে—জুন।

১ তন্ত্রবায়ের মাকু, ২ নবজাত শিশু, ৩ রজকের ক্ষার, ৪ বন্য গর্দ্দভ, ৫ গভীরজল, ৬ সর্পের বংশ, ৭ ঈশ্বরের মন্দির, ৮ বস্ত্র, ৯ পঙ্কের হ্রদ, ১০ শিশুপালক দাস, ১১ হরিণ, ১২ মৃত মক্ষিকা, ১৩ দ্বিধার খড়্গ, ১৪ যোঁয়ালি, ১৫ শ্বেত প্রস্তর, ১৬ জীবনের উনুই, ১৭ ছায়া, ১৮ জীবনপুস্তক, ১৯ নিস্তার পর্ব্ব মেষ, ২০ পাপারণ্য, ২১ প্রান্তরে সপ, ২২ দুর্গের হুড়কা, ২৩ অগ্নি কণা, ২৪ হৃতবৎসা ভল্লুকী, ২৫ পরীক্ষিত স্বর্ণ, ২৬ কাঁকরেতে পরিপূর্ণ মুখ, ২৭ তেজের প্রতিবিম্ব, ২৮ স্তম্ভ, ২৯ কুষীয় লোকের বর্ণ, ৩০ অনুর্ব্বরা ভূমি, । ৩১ পক্ষি পিঞ্জর, ৩২ ছোট শিশু।

জুলাই—আগষ্ট—সেপ্টেম্বর।

১ শিথিল ধনুক, ২ সূচীর ছিদ্র, ৩ কুকুরের কর্ণ প্রাহিলোক, ৪ অবাধ্য গাভী, ৫ মধুচাক, ৬ গর্জ্জনকারি সিংহ, ৭ শব্দকারক পিত্তল, ৮ রাজ্যের রত্ন, ৯ হুল, ১০ ধৌত শূকর, ১১ প্রকৃত পশু, ১২ বাষ্প, ১৩ কাঁচা ভিত্তি, ১৪ ভগ্নদন্ত, ১৫ তীক্ষ বাণ,

১৬ রূপার পাত্রস্থ স্বর্ণফল, ১৭ শুষ্ক ভূমিস্থ চারার মূল, ১৮ তরঙ্গময় সমুদ্র, ১৯ অন্তঃকরণের গুপ্ত মনুষ্য, ২০ পাত্র পরিষ্কারক, ২১ জলসম্পাত বা বৃষ্টি, ২২ জ্বলদগ্নি, ২৩ দ্রাক্ষালতা, ২৪ জলপূর্ণ সমুদ্র, ২৫ অগ্নির প্রতি কাষ্ঠ, ২৬ বীজ বপন, ২৭ গন্তব্যপথ, ২৮ নিষ্কলঙ্ক সন্তান, ২৯ নির্ম্মল রূপা, ৩০ বালক, ৩১ নঙ্গর, ৩২ ক্ষুর, ৩৩ মাখন।

অক্টোবর—নবেম্বর—ডিসেম্বর।

১ জলোপরি শস্য ছড়ান, ২ শস্যনাশকারি প্লাবন, ৩ নামাঙ্কিত কপাল, ৪ কৃষকের ধৈর্য্যাবলম্বন, ৫ গল্প, ৬ চোর, ৭ উত্তম সেনা, ৮ অনেক অঙ্গবিশিষ্ট শরীর, ৯ অন্ধকারীয় নিষ্ফল কর্ম্ম, ১০ তাবৎ মন্দের মূল, ১১ প্রাতঃকালীন মেঘ ও ক্ষণধ্বংসি শিশির, ১২ ছুরিকা, ১৩ হিমানী জল, ১৪ সন্তান, ১৫ সুগন্ধি নৈবেদ্য, ১৬ জারজ পুত্র, ১৭ ঢাল, ১৮ ঈশ্বরের রত্ন, ১৯ বহির্ভাগ পরিষ্কৃত ভোজন পাত্র, ২০ শিরস্ত্র, কটিবন্ধ, ও বুকপাটা, ২১ মৃতলোক, ২২ বৃষ, ২৩ কুক্কুটী, ২৪ পথ, ২৫ তিমিররাজ্যের অধিপতি, ২৬ গৃহরক্ষকগণ, গবাক্ষ, সুবর্ণবাটী ও কূপের চক্র, ২৭ অঙ্কুশ, ২৮ বলিরূপ শরীর, ২৯ মল (ময়লা), ৩০ অমৃতজল, ৩১ কানচুলকান বিশিষ্ট, ৩২ লবণময় ভূমি, ৩৩ শরীরের নিমিত্তে বুদ্ধ, ৩৪ আকাশমণ্ডল ৩৫ তাল বৃক্ষ, ৩৬ রাত্রি, ৩৭ কলসের বিন্দু ৩৮ পার্থিব তাম্বু, ৩৯ ঘোমটা, ৪০ মদিরা কুণ্ড, ৪১ বাইসি বৃক্ষ, ৪২ অন্ধকার, ৪৩ দূত।